প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ২০১২-১৩ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের উপর মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক সার-সংক্ষেপ

ক্র. নং	মন্ত্রণালয়ের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনা				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএফ ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন –সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন - সর্বোচ্চ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	৩	৩	--	--	-	১	১২ মাস (১০০%)	১	১৯৯.৮৫ (৯.৬০%)

০১। সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যাঃ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে ২০১২-১৩ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত ৩টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে।

০২। সমাপ্ত প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় ও মেয়াদকালঃ

ক্র.নং	**প্রকল্পের নাম**	**প্রকৃত ব্যয়**	**প্রকৃত মেয়াদকাল**
১	**২**	**৩**	**৪**
১.	নৌবাহিনী স্কুল ও কলেজের একাডেমিক ভবন নির্মাণ, মংলা, বাগেরহাট' শীর্ষক প্রকল্প।	১৩৬৮.৯৩	জুলাই,২০১০ হতে জুন, ২০১৩
২.	''ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট অফ ইন্টার সার্ভিসেস সিলেকশন বোর্ড (আইএসএসবি) (সংশোধিত)'' শীর্ষক প্রকল্প।	২২৭৯.৮৫	মার্চ, ২০১০ হতে জুন,২০১৩
৩.	''সিরাজ-খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতাল সম্প্রসারণ'' শীর্ষক প্রকল্প।	১৪১৩.২৬	এপ্রিল, ২০১১ হতে জুন,২০১৩

০৩। সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণঃ

ক্র. নং	**প্রকল্পের নাম**	**ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ**
১	**২**	**৩**
১।	নৌবাহিনী স্কুল ও কলেজের একাডেমিক ভবন নির্মাণ, মংলা, বাগেরহাট' শীর্ষক প্রকল্প।	---
২।	''ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট অফ ইন্টার সার্ভিসেস সিলেকশন বোর্ড (আইএসএসবি) (সংশোধিত)'' শীর্ষক প্রকল্প।	প্রকল্পটির আন্তঃখাত করা হয়েছে। তথাপি বহিঃবিদ্যুৎ সরবরাহ খাতসহ অন্যান্য খাতে অতিরিক্ত ১৯৯.৮৫ (৯.৬০%) লক্ষ টাকা প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে।
৩।	''সিরাজ-খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতাল সম্প্রসারণ'' শীর্ষক প্রকল্প।	ডিপিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে ১০১৭.৫০ লক্ষ টাকা মেডিক্যাল ইকুইপমেন্টের জন্য নির্ধারিত রয়েছে। ডিপিপিতে বর্ণিত ৭৭২টি আইটেম এর মধ্যে ১৮টি আইটেম সংগ্রহ করা প্রয়োজন হবে না মর্মে মেডিকেল বিশেষজ্ঞগণ মতামত দিয়েছেন। এই আইটেমসমূহে প্রায় ১৯২.০০ লক্ষ টাকা সাশ্রয় হবে। অন্য দিকে ডিপিপিতে উল্লেখিত কতিপয় আইটেম (ডিজিটাল এক্স-রে মেশিন, লেব্রোসকপি, এনাসথেসিয়া মেশিন, আলট্রাসোনোগ্রাফি ইত্যাদি) দেশে সহজলভ্য নয় সুতরাং বিদেশ থেকে সংগ্রহ করতে হবে। ফলে নতুন করে টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে, চলতি অর্থ বছরে উল্লেখিত আইটেমসমূহ সংগ্রহ করা সম্ভব হবে না। উক্ত আইটেমগুলো বিদেশ থেকে আমদানী করতে এবং প্রকল্পের অন্যান্য সকল অংগের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে প্রকল্পের মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধি করা হয়েছে।

০৪। সমস্যা ও সুপারিশঃ

সমস্যা	সুপারিশ
৪.১। প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত Computer lab, Chemistry lab, physics lab এবং Language lab এর পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। যা প্রকল্পের উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করবে বলে প্রতীয়মান হয়েছে।	৪.১। Computer Lab এ কম্পিউটারের সংখ্যা বৃদ্ধিসহ Physics, Chemistry ও Language Lab গুলো পূর্ণাঙ্গভাবে ব্যবহার উপযোগী করে গড়ে তুলতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এবং সেনাসদর ই-ইন-সি'র শিক্ষা পরিদপ্তর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।
৪.২। প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত বিদ্যালয় ভবনের নির্মাণ নকশায় ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়েছে। ত্রুটিপূর্ণ নকশার কারণে অনেক স্থান অব্যবহৃত অবস্থায় রয়েছে। উক্ত স্থানটিতে আরো অতিরিক্ত অনেকগুলো শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ করা সম্ভব হত বলে প্রতীয়মান হয়।	৪.২। প্রকল্পের স্পেস ম্যানেজমেন্ট যথাযথভাবে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ভবিষ্যতে এরূপ কোন প্রকল্পের নকশা প্রণয়নের পূর্বে ব্যবহারকারী এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে নক্সা অনুমোদন করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে সেনাসদরের পূর্ত পরিদপ্তর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।
৪.৩। রক্ষণাবেক্ষণ খাতে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ না থাকায় ভবনের ছোটখাটো ত্রুটি সংস্কারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে ছোট খাট সমস্যা যেমন- প্রতিবছর লবণাক্ততা প্রতিরোধের জন্য রং না করা এবং স্টেনলেস স্টীল ট্রিটমেন্ট না করার ফলে এগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে;	৪.৩। প্রতিবছর রক্ষণাবেক্ষণ খাতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ রাখতে হবে। যাতে করে লবণাক্ততা থেকে ভবনটিকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়;
৪.৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমাপ্তির অব্যবহিত পূর্বে আন্তঃখাত সমন্বয় করার বিষয়টি ভাল অনুশীলন নয়। এতে মনে হতে পারে সমন্বয়কৃত অর্থের ব্যয় পূর্বাহ্নেই সম্পাদন করার পরে এ সমন্বয় অনুমোদন করা হয়েছে, এটি একটি গুরুতর সমস্যা ।	৪.৪। ভবিষ্যতে কোন প্রকল্প বাস্তবায়নের একেবারে শেষপর্যায়ে এসে আন্তঃখাত সমন্বয়ের বিষয়টি বিবেচনা সমীচীন নয়। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ভবিষ্যতে এ বিষয়ে সমায়ানুগ পদক্ষেপ নিবে;
৪.৫। প্রকল্প সমাপ্তির পরে সমাপ্ত হলেও টেকনিশিয়ান ও সহায়ক জনবল এবং ডাক্তার নিয়োগ না করার ফলে প্রকল্পের আওতায় নির্মিত হাসপাতাল পূর্ণমাত্রায় ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে না এবং বিশেষজ্ঞ ডাক্তার না থাকার ফলে জরুরী রোগীদের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না।	৪.৫। প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণ এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সুবিধাদি প্রদানের লক্ষ্যে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার, টেকনিশিয়ান এবং সহায়ক জনবল নিয়োগ করার জন্য এখনই সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;
৪.৬। কিছু প্রকল্পের পন্য/সেবা/কার্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিআর অনুসরন করা হয়না। বা সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে কিনা তার সুস্পষ্ট উল্লেখ নেই। এতদ্বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক আইএমইডিকে অবহিত করবে;	৪.৬। সরকারি ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিআর অনুসরন করা বাধ্যতামূলক।ভবিষ্যতে সরকারি ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিআর অনুসরন না করা হলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে মন্ত্রণালয় কর্তৃক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে।

"নৌবাহিনী স্কুল ও কলেজ-এর একাডেমিক ভবন নির্মাণ, মংলা ও বাগেরহাট" শীর্ষক প্রকল্প ।

সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(জুন, ২০১৩)

১.০। প্রকল্পের অবস্থান ঃ মংলা, বাগেরহাট।

২.০। বাস্তবায়নকারী সংস্থা ঃ নৌ বাহিনী সদর দপ্তর, অপারেশন ব্রাঞ্চ, পূর্ত পরিদপ্তর এবং ইএনসি শাখা, আর্মি হেড কোয়ার্টার, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা।

৩.০। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় ঃ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

৪.০। প্রাক্কলিত ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল ঃ (লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (প্রঃ সাঃ)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাঃ ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল (প্রঃ সাঃ)	সর্বশেষ ৩য় সংশোধিত (প্রঃ সাঃ)		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
মোট ঃ ১৩৭০.০০ জিওবিঃ ১৩৭০.০০ প্রঃসা ঃ --	মোটঃ ১৩৭০.০০ জিওবিঃ১৩৭০.০০ প্রঃসা ঃ --	মোট ঃ ১৩৬৮.৯৩ জিওবি ঃ ১৩৬৮.৯৩ প্রঃসা ঃ	জুলাই,২০১০ হতে জুন, ২০১৩	--	জুলাই,২০১০ হতে জুন, ২০১৩	(-০.০৭৮%)	--

৫.০। প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) এর ভিত্তিতে)ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
	রাজস্ব কম্পোনেন্ট ঃ					
১.	স্টেশনারী	থোক	১.৬০	থোক	১.৬০ (১০০%)	১০০%
২.	গাড়ী ভাড়া	সংখ্যা	১.৮০	১টি মাইক্রোবাস	১.৮০ (১০০%)	১টি মাইক্রোবাস (১০০%)
৩.	পরামর্শক সেবা	থোক	৬.০০	থোক	৫.৯৯ (৯৯.৯৮%)	থোক (১০০%)
৪.	সম্মানী	থোক	১.১০	থোক	১.১০ (১০০%)	১.১০ (১০০%)
৫.	মৃত্তিকা পরীক্ষা	বোর	০.৫০	১০	০.৫০ (১০০%)	১০ (১০০%)
	ক্যাপিটাল কম্পোনেন্টঃ					
৬.	কম্পিউটার যন্ত্রপাতি	থোক	৫.০০	থোক	৫.০০ (১০০%)	থোক (১০০%)
৭.	আসবাবপত্র	থোক	৩৮.০০	থোক	৩৮.০০ (১০০%)	থোক ১০০%
৮.	ভূমি উন্নয়ন	থোক	৯.০০	১৭৩৫.০০	৯.০০ (১০০%)	১৭৩৫.০০ (১০০%)
৯.	ভবন নির্মাণ	বর্গমিটার	১১৭৪.২০	৬৭৪৪.০০	১১৭৩.৪৭১৪৮ (৯৯.৯৪%)	৬৭৩৯.৮১ (৯৯.৯৪%)
১০.	রাস্তা	বর্গমিটার	৯.০০	৮৮৬.০০	৯.০০ (১০০%)	৮৮৬.০০ (১০০%)
১১.	ড্রেন	মিটার	৬.০০	৭৫০.০০ মিটার	৬.০০ (১০০%)	৭৫০.০০মিটার (১০০%)

১২.	বহিঃ পানি সরবরাহ ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ব্যবস্থা	থোক	২৮.০০	থোক	২৭.৭২ (৯৯%)	থোক (১০০%)
১৩.	বহিঃ বিদ্যুৎ সরবরাহ ও সৌর বিদ্যুৎ ব্যবস্থা	থোক	৮৯.৩০	থোক	৮৯.২৫ (৯৯.৯৪%)	থোক (১০০%)
১৪.	অন্যান্য	থোক	৫.০০	থোক	৫.০০ (১০০%)	থোক (১০০%)
	সর্বমোট	--	১৩৭০.০০	--	১৩৬৮.৯৩১৪৮ (৯৯.৯২%)	৯৯.৯৫%

২০১২-১৩ অর্থ বছরে জুন,২০১৩ পর্যন্ত সময়ে প্রকল্পের অনুকূলে ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ১৩৬৮.৯৩১৪৮ লক্ষ টাকা যা বরাদ্দের ৯৯.৯২% এবং বাস্তব অগ্রগতি প্রায় ৯৯.৯৫%। সার্বিকভাবে প্রকল্পের অগ্রগতি সন্তোষজনক বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

৬.০। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে উহার কারণ ঃ** প্রকল্পের আওতায় কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

৭.০। **পটভূমি ঃ** বাগেরহাট জেলার মংলা থানায় বিভিন্ন সরকারি, আধাসরকারি ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এখানে নৌ বাহিনী, মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ, বিএসসি, কাস্টম কর্তৃপক্ষ, বন বিভাগ, কোস্ট গার্ড ও পিডিবি ইত্যাদি সরকারি প্রতিষ্ঠান অবস্থিত। এখানে মানসম্মত কোনো স্কুল ও কলেজ নেই। এ কারণে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ এখানে অবস্থান করতেও উৎসাহ বোধ করেন না। তাছাড়া এখানে অনেক দরিদ্র লোক ও শ্রমিক বসবাস করে। এদের ছেলেমেয়েরা গুণগত শিক্ষা হতে বঞ্চিত হচ্ছে। এ কারণে বিশেষ করে এখানে মেয়েদের ড্রপ-আউট হার তুলনামূলকভাবে অধিক। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য সরকার নারী শিক্ষা, ইংরেজি শিক্ষা এবং কম্পিউটার শিক্ষার উপর গুরুত্বারোপ করেছে। এখানে একটি ভাল মানের স্কুল প্রতিষ্ঠিত হলে এতদ্ অঞ্চলের জনসাধারণের ছেলেমেয়েদের গুণগত শিক্ষা প্রদান করা সম্ভব হবে। এছাড়া এ অঞ্চলে কর্মরত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ সপরিবারে অবস্থান করতে উৎসাহ বোধ করবেন। এর ফলে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রতিষ্ঠানটি ভূমিকা রাখতে সহায়ক হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে উক্ত এলাকায় প্রায় ৫০০০ ছাত্রছাত্রী মানসম্পন্ন লেখাপড়া করার একটি সুযোগ পাবে। এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পটি গৃহীত হয়।

৮.০। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য** ঃ প্রস্তাবিত স্কুল ও কলেজ ভবনটি নির্মাণ এবং নৌ বাহিনী কর্তৃক এ প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করার মাধ্যমে মংলা অঞ্চলের জনগণের এবং এখানে কর্মরত বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান যেমন- নৌ বাহিনী, মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ, বিএসসি, কাস্টম কর্তৃপক্ষ, বন বিভাগ, কোস্ট গার্ড ও পিডিবি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের ছেলেমেয়েদের গুণগত শিক্ষা প্রদান করাই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

৯.০। **প্রকল্পটির মূল কার্যক্রম ঃ** ভূমি উন্নয়ন, ৫তলা ভিতের উপর ৫ তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ, সার্ফেস ড্রেন নির্মাণ, বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ব্যবস্থা, সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহার, বিদ্যুতায়ন, যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র সরবরাহ ইত্যাদি।

১০.০। **প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন পর্যায় ঃ** গত ১৫-০২-২০১০ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিত পিইসি সভায় প্রকল্পটি অনুমোদনের জন্য সুপারিশ লাভ করে এবং ১১-১০-২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক ১৩৭০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই,২০১০ হতে জুন,২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ২৪-১০-২০১০ তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় হতে প্রকল্পটির প্রশাসনিক অনুমোদন জারী করা হয়।

১১.০। **প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ঃ** প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প মেয়াদে ২জন কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালকের খন্ডকালীন দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী	সময়কাল		প্রকল্প পরিচালকের ধরন
	দায়িত্ব গ্রহণ	দায়িত্ব হস্তান্ত	
১) সিডিআর এম. ওয়ালিউলাহ (এনডিসি) পিএসসি, বিএন	৩০-১২-২০১০	২১-১১-২০১২	খন্ডকালীন
২) সিডিআর এ এম. রানা (জি) পিএসসি, বিএন	২২-১১-২০১২	৩০-০৬-২০১৩	খন্ডকালীন

১২.০। **মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology)** ঃ মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি (**Methodology**) অনুসরণ করা হয়েছেঃ

(ক) ডিপিপি, মনিটরিং রিপোর্ট ও বিভিন্ন সভায় প্রকাশিত প্রতিবেদন পর্যালোচনা;

(খ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর পর্যালোচনা;

(গ) PEC, Steering Committee, PIC সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
(ঘ) কাজের মান ও বাস্তব অগ্রগতি যাচাই ও তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন;
(ঙ) নির্বাচিত উপকারভোগীর মতামত গ্রহণ;
(চ) প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

১৩.০। **প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি ঃ**

১৩.১ **আর্থিক অগ্রগতি ঃ** প্রকল্পটির অনুমোদিত ডিপিপিতে প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে ১৩৭০.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, প্রকল্পটির জুন, ২০১৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় মোট ১৩৬৮.৯৩১৪৮ লক্ষ টাকা যা বরাদ্দের ৯৯.৯২% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৯৯.৯৫%। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০১০-১১ হতে ২০১২-১৩ পর্যন্ত সময়ে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় নিম্নে দেখানো হলো ঃ

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	সংশোধিত বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা			অর্থ ছাড়	ব্যয় ও অগ্রগতি (জুন,২০১৩ পর্যন্ত)			
	মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ		মোট	টাকা	প্রঃসাঃ	বাস্তব অগ্রগতি%
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	
২০১০-১১	--	১.০০	--	১.০০	--	১.০০	--	০.০৭%
২০১১-১২	--	৮০০.০০	--	৮০০.০০	--	৮০০.০০	--	৫৮.৪০%
২০১২-১৩	--	৫৬৯.০০	--	৫৬৯.০০	--	৫৬৭.৯৩১৪৮	--	৪১.৪৯%
মোট ঃ	--	**১৩৭০.০০**	--	**১৩৭০.০০**	--	**১৩৬৮.৯৩১৪৮**	--	**৯৯.৯৫%**

১৪.০। **অংগভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ঃ**

১৪.১ **স্টেশনারী ঃ** প্রকল্পের অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপিতে এ খাতে বরাদ্দ ছিল ১.৬০ লক্ষ টাকা। প্রকল্প মেয়াদে বিভিন্ন প্রকার স্টেশনারী দ্রব্যাদি ক্রয় করা হয়েছে এবং এ বাবদ ১.৬০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এখাতে আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি যথাক্রমে ১০০%।

১৪.২ **গাড়ী ভাড়াঃ** প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে গাড়ী ভাড়া বাবদ বরাদ্দ ছিল ১.৮০ লক্ষ টাকা। বরাদ্দের বিপরীতে প্রকল্প মেয়াদে ১টি মাইক্রোবাস ভাড়া করা হয়েছে এবং এ খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের পুরোটাই ব্যয় হয়েছে। এখাতে আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

১৪.৩ **পরামর্শক সেবাঃ** প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে এ খাতে বরাদ্দ ছিল ৬.০০ লক্ষ টাকা। এখাতে ব্যয় হয়েছে ৫.৯৯ লক্ষ টাকা। এখাতে আর্থিক ৯৯.৯৮% ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

১৪.৪ **সম্মানী ঃ** প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে এ খাতে বরাদ্দ ছিল ১.১০ লক্ষ টাকা। এ খাতে সম্মানী বাবদ বরাদ্দকৃত অর্থের পুরোটাই ব্যয় হয়েছে। এখাতে আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

১৪.৫ **মৃত্তিকা পরীক্ষাঃ** প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে এ খাতে বরাদ্দ ছিল ০.৫০ লক্ষ টাকা। মৃত্তিকা পরীক্ষা বাবদ এ খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের পুরোটাই ব্যয় হয়েছে। এখাতে আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

১৪.৬ **কম্পিউটার যন্ত্রপাতি ঃ** প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে এ খাতে বরাদ্দ ছিল ৫.০০ লক্ষ টাকা। এ খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ দিয়ে ৫টি কম্পিউটার, ৭টি ইউপিএস ক্রয় করা হয়েছে এবং বরাদ্দেকৃত অর্থের পুরোটাই ব্যয় হয়েছে। এখাতে আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

১৪.৭ **আসবাবপত্র ঃ** প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে এ খাতে বরাদ্দ ছিল ৩৮.০০ লক্ষ টাকা। এ খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের পুরোটাই ব্যয় হয়েছে। এখাতে আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

১৪.৮ **ভূমি উন্নয়নঃ** প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে এ খাতে ১৭৩৫ ঘন মিটার ভূমি উন্নয়ন বাবদ বরাদ্দ ছিল ৯.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্প মেয়াদে ১৭৩৫ ঘন মিটার ভূমি উন্নয়ন করা হয়েছে এবং এ খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের পুরোটাই ব্যয় হয়েছে। এখাতে আর্থিক অগ্রগতি ১০০% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

১৪.৯ **ভবন নির্মাণঃ** প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে এ খাতে ৬৭৪৪ বর্গমিটার ভবন নির্মাণের জন্য বরাদ্দ ছিল ১১৭৪.২০ লক্ষ টাকা। প্রকল্প মেয়াদে ৬৭৩৯.৮১ বর্গমিটার ভবন নির্মাণ করা হয়েছে এবং এ খাতে ১১৭৩.৪৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এখাতে আর্থিক ৯৯.৯৪% ও বাস্তব অগ্রগতি ৯৯.৯৪%।

১৪.১০ **রাস্তা নির্মাণ ঃ** প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে ৮৮৬ বর্গমিটার রাস্তা নির্মাণ খাতে বরাদ্দ ছিল ৯.০০ লক্ষ টাকা। ৮৮৬ বর্গমিটার রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে এবং এ খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের পুরোটাই ব্যয় হয়েছে। এখাতে আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

১৪.১১ **ড্রেন নির্মাণ ঃ** প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে ৭৫০ মিটার ড্রেন নির্মাণের জন্য বরাদ্দ ছিল ৬.০০ লক্ষ টাকা। ৭৫০ মিটার ড্রেন নির্মাণ করা হয়েছে এবং এ খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের পুরোটাই ব্যয় হয়েছে। এখাতে আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি যথাক্রমে ১০০%।

১৪.১২ **বহিঃ পানি সরবরাহ ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ব্যবস্থা ঃ** প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে এ খাতে বরাদ্দ ছিল ২৮.০০ লক্ষ টাকা। বহিঃ পানি সরবরাহ ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ খাতে ব্যয় হয়েছে ২৭.৭২ লক্ষ টাকা। এখাতে আর্থিক ৯৯% ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

১৪.১৩ **বহিঃ বিদ্যুৎ সরবরাহ ও সৌর বিদ্যুৎ ব্যবস্থা ঃ** প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে এ খাতে বরাদ্দ ছিল ৮৯.৩০ লক্ষ টাকা। বহিঃ বিদ্যুৎ সরবরাহ ও সৌর বিদ্যুৎ এর ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং এ খাতে ব্যয় হয়েছে ৮৯.২৫ লক্ষ টাকা। এখাতে আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৯৪% ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

১৪.১৪ **অন্যান্য ঃ** প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে এ খাতে বরাদ্দ ছিল ০.৫০ লক্ষ টাকা। খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের পুরোটাই ব্যয় হয়েছে। এখাতে আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

১৫.০। **প্রকল্পের পরিকল্পিত উদ্দেশ্য ও অর্জন ঃ**

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য (Objectives as per PP)	অর্জন (Actual achievement)
• প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ নৌবাহিনী মংলায় স্কুল ও কলেজ ভবনটি নির্মাণ; • নৌ বাহিনী কর্তৃক এ প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করার মাধ্যমে মংলা অঞ্চলের জনগণের এবং এখানে কর্মরত বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান যেমন- নৌ বাহিনী, মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ, বিএসসি, কাস্টম কর্তৃপক্ষ, বন বিভাগ, কোস্ট গার্ড ও পিডিবি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের ছেলেমেয়েদের গুণগত শিক্ষা প্রদান করা; এবং • ভূমি উন্নয়ন, ৫তলা ভিতের উপর ৫ তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ, সার্ফেস ড্রেন, বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ব্যবস্থা, সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহার, বিদ্যুতায়ন, যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র সরবরাহ ইত্যাদি।	• প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ নৌবাহিনী মংলায় স্কুল ও কলেজ ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। • এ অঞ্চলের জনগণ এবং সেখানে কর্মরত সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ছেলেমেয়ের গুণগত শিক্ষা প্রদান করার কার্যক্রম শুরু হয়েছে। • ভূমি উন্নয়ন, ৫তলা ভিতের উপর ৫তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ, সার্ফেস ড্রেন, বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ব্যবস্থা, সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহার, বিদ্যুতায়ন, যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র ইত্যাদি সরবরাহ করা হয়েছে।

১৬.০। **প্রকল্প পরিদর্শনঃ** বিদ্যালয়টি গত ০৪-০৫-২০১৪ তারিখে আইএমইডি কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে জি,ই খুলনাসহ প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন;

ক্রয় প্রক্রিয়াঃ গত ২৭-০২-২০১১ তারিখে ইইনসির শাখা ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট সদর দপ্তর হতে ৫ তলা ভিতসহ ৫ তলা ভবন নির্মাণ করার জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়। সর্বনিম্ন দরদাতা হিসাবে মেসার্স রহমান ট্রেডার্স উত্তরা, ঢাকা-কে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। প্রথমে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সাথে ১০,৯৪,৮৮,৫৮৬.১৯ (দশ কোটি চুরানব্বই লক্ষ আটাশি হাজার পাঁচশত ছিয়াশি টাকা উনিশ পয়সা) টাকায় কার্যটি সম্পাদনের জন্য চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়। প্লিন্থ এরিয়া বৃদ্ধি পাওয়ায় ওয়ার্ক ভেরিয়েশনের কারণে ১১,৮৮,৯৯,৪৫১.০০ (এগার কোটি আটাশি লক্ষ নিরানব্বই হাজার চারশত একান্ন) টাকায় সংশোধিত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কার্য সম্পাদনের তারিখ ০৬-০৪-২০১১ হতে ০৫-০৭-২০১২ এর পরিবর্তে ৩০-০৬-২০১৩ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়। নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যেই কাজটি সম্পাদন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে মূল চুক্তিমূল্য হতে সংশোধিত চুক্তি মূল্যের পার্থক্য হয়েছে ৯৪,১০৮৬৪.৮১ (চুরানব্বই লক্ষ দশ হাজার আটশত চৌষট্টি টাকা একাশি পয়সা) টাকা অর্থাৎ ৮.৬১%। এক্ষেত্রে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়ে কার্যটি সম্পাদনের জন্য পুনরায় চুক্তি সম্পাদন করা হলেও মোট প্রাক্কলিত ব্যয় অনুমোদিত ডিপিপির সংস্থানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে।

১৭.০। **সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ** নির্মিত ভবনের কয়েকটি স্থানে যেমন- Principal Room, Computer Lab সহ কয়েকটি শ্রেণী কক্ষে হেয়ার ক্র্যাক সৃষ্টি হয়েছে। ব্রিক ওয়াল এর সাথে আরসিসি এর সংযোগ স্থাপন না হওয়ার ফলে এমনটি হয়েছে বলে পরিদর্শনে জানানো হয়।

ভূমি উন্নয়ন খাতে ডিপিপির বরাদ্দের পুরো অর্থ ব্যয় দেখানো হলেও বিদ্যালয় মাঠের ভূমি উন্নয়নের কাজটি এখনও বাকী রয়েছে। ফলে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা খেলাধূলার জন্য মাঠটি ব্যবহার করতে পারছে না। বিদ্যালয়ের পানি নিষ্কাশনের জন্য নির্মিত ড্রেন ঠিকমত না হওয়ায় ড্রেনের অনেক স্থানে পানি জমছে।

১৭.১ নির্মিত ভবনের রেলিং এ ব্যবহৃত এমএস পাইপের রড-এ মরিচা পড়ে যাচ্ছে এবং উক্ত এলাকাটি লবণাক্ততা প্রবণ এলাকা হওয়ার কারণে দেওয়ালের কয়েকটি স্থানে Damp পরিলক্ষিত হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রতিবছর মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ রাখতে হবে। যাতে করে বরাদ্দকৃত অর্থের মাধ্যমে ভবনটির সুরক্ষা করা যায়। ভবনটি নির্মাণের পূর্বে এর নকশা প্রণয়নে আরো বেশি সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন ছিল। নির্মিত ভবনের নকশায় ত্রুটি থাকার ফলে স্পেস ম্যানেজমেন্ট ঠিকমত করা হয়নি। ফলে ভবনের অনেকটা অংশে অব্যবহৃত অবস্থায় রয়েছে। ভবনের ৪র্থ এবং ৫ম তলার অনেক স্থান ফাঁকা রয়ে গেছে। সেখানে অনেকগুলো শ্রেণী কক্ষ নির্মাণ করা যেতো। এর ফলে শ্রেণী কক্ষের সংখ্যা যেমন বৃদ্ধি হতো তেমনি একই ব্যয়ে আরো অনেকগুলো শ্রেণী কক্ষ নির্মাণ করা সম্ভব হতো বলে পরিদর্শনে প্রতীয়মান হয়েছে। ভবিষ্যতে এরূপ কোন প্রকল্পে নকশা প্রণয়নের পূর্বে স্পেস ম্যানেজমেন্টের প্রতি নজর দিতে হবে, যাতে করে,কোন স্থান অব্যবহৃত অবস্থায় না থাকে। এ বিষয়ে বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। বিদ্যালয়ের নির্মিত অডিটরিয়ামটি এখনো পুরোপুরি ব্যবহার উপযোগী করে গড়ে তোলা হয়নি। নির্মিত অডিটরিয়ামের নকশা ও কাজের গুণগতমানও সন্তোষজনক নয়। সিলিং এর কয়েকটি স্থানে ফাটল সৃষ্টি হয়েছে যা কাম্য নয়।

১৭.২ বিদ্যালয়ের Computer Lab, physics lab,Chimistry lab এবং Language lab গুলোকে পুর্ণ ব্যবহার উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে। ডিপিপির লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী দুই শিফটে পর্যায়ক্রমে ৫০০০ ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পরিদর্শনে দেখা যায় যে, প্রথম বর্ষে (২০১৪) ১ম হতে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত দুইটি শিফটে ১৫৫৯ জন ছাত্র-ছাত্রীকে ভর্তি করা হয়েছে। এ বিষয়ে বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ জানান যে, পর্যায়ক্রমে ডিপিপির লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ৫০০০ এ উন্নীত করা হবে। তবে বিদ্যালয়ে পরিদর্শনের দিন উপস্থিতির হার কম বলে পরিলক্ষিত হয়েছে।

১৭.৩ বিদ্যালয়ের আশেপাশের এলাকায় ভাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই, ফলে দুর দূরান্ত থেকে শিক্ষার্থীরা এ বিদ্যালয়ে এসে শিক্ষা গ্রহণ করছে। কিন্তু অত্র অঞ্চলে ছাত্র-ছাত্রীদের থাকার মত কোন আবাসিক ব্যবস্থা নেই। সুতরাং বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য একটি হোস্টেল নির্মাণ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে। বর্তমানে ছাত্র ও শিক্ষকের অনুপাত ১ঃ৩০। তবে শিক্ষকদের বিষয়ভিত্তিক নিবিড় প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটিতে শিক্ষার্থীর অভিভাবকদের অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

১৮.০। **বাস্তবায়ন সমস্যা ঃ**

১৮.১ সাইট ডেভেলপমেন্ট এর কাজে বরাদ্দকৃত অর্থের পুরোটাই ব্যয় করা হলেও বিদ্যালয়ের মাঠের ভূমি উন্নয়ন কাজের কিয়দংশ অসমাপ্ত রয়েছে। ফলে শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের মাঠ ব্যবহার করতে পারছে না;

১৮.২ ভবনের কয়েকটি স্থানে যেমন Principal Room, Computer Room এ হেয়ার ক্র্যাক দেখা গেছে। ভবনের ৫ম তলায় উত্তর পাশে কযেকটি স্থানে ড্যাম্প পড়ে যাচ্ছে। ভবনের রেলিং এ ব্যবহৃত স্টেনলেস স্টিল এ মরিচা পড়ে ক্ষয় হচ্ছে। এক্ষেত্রে রক্ষণাবেক্ষণ খাতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ না থাকার ফলে লবণাক্ততা রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব হচ্ছে না;

১৮.৩ Computer lab, Chemistry lab, physics lab এবং Language lab এর পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। যা প্রকল্পের উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করবে বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

১৮.৪ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয় এবং পরিদর্শনের দিন শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির হার অনেক কম বলে পরিলক্ষিত হয়েছে।

১৮.৫ বিদ্যালয় ভবনটির নির্মাণ নকশায় ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়েছে। ত্রুটিপূর্ণ নকশার কারণে অনেক স্থান অব্যবহৃত অবস্থায় রয়েছে। উক্ত স্থানটিতে আরো অতিরিক্ত অনেকগুলো শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ করা সম্ভব হত বলে প্রতীয়মান হয়।

১৮.৬ ডিপিপির লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী নবম শ্রেণী হতে একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র ভর্তিসহ শিক্ষক নিয়োগের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ এখনই নিতে হবে, যাতে করে ডিপিপির লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৫০০০ ছাত্রছাত্রীকে উন্নত পরিবেশে মানসম্মত শিক্ষা প্রদান করা সম্ভব হয়;

১৮.৭ বিদ্যালয়টির আশেপাশে কোন আবাসিক এলাকা না থাকার ফলে দূর হতে অনেক শিক্ষার্থীকে প্রতিনিয়ত বিদ্যালয়ে আসা যাওয়া করতে হয়। সুতরাং ছাত্রছাত্রীদের জন্য একটি আবাসিক ভবন নির্মাণ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে পরিদর্শনকালে প্রতীয়মান হয়েছে;

১৮.৮ বিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে প্লিন্থ এরিয়া বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রথম চুক্তিমূল্য অপেক্ষা দ্বিতীয় সংশোধিত চুক্তি মূল্যে ভেরিয়েশন হয়েছে ৯৪,১০,৮৬৪/- টাকা বা ৮.৬১%;

১৮.৯ রক্ষণাবেক্ষণ খাতে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ না থাকায় ভবনের ছোটখাটো ত্রুটি সংস্কারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে ছোট খাট সমস্যা যেমন- প্রতিবছর লবণাক্ততা প্রতিরোধের জন্য রং না করা এবং স্টেনলেস স্টীল ট্রিটমেন্ট না করার ফলে এগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে;

১৯.০। **সুপারিশ ঃ**

১৯.১ বিদ্যালয়ের মাঠের ভূমি উন্নয়নের কাজটি যথাশীঘ্র সম্পাদন করে এটি ব্যবহার উপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে এখনই উদ্যোগ নিতে হবে;

১৯.২ নির্মিত একাডেমিক ভবনের যেসব স্থানে হেয়ার ক্র্যাক দেখা দিয়েছে তা মেরামতের জন্য এখনই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

১৯.৩ Computer Lab এ কম্পিউটারের সংখ্যা বৃদ্ধিসহ Physics, Chemistry ও Language Lab গুলো পূর্ণাঙ্গভাবে ব্যবহার উপযোগী করে গড়ে তুলতে এখনই উদ্যোগ নিতে হবে;

১৯.৪ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবস্থা নিতে হবে এবং ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে হবে;

১৯.৫ প্রকল্পের স্পেস ম্যানেজমেন্ট যথাযথভাবে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ভবিষ্যতে এরূপ কোন প্রকল্পের নকশা প্রণয়নের পূর্বে ব্যবহারকারী এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে নক্সা অনুমোদন করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

১৯.৬ প্রতিবছর রক্ষণাবেক্ষণ খাতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ রাখতে হবে। যাতে করে লবণাক্ততা থেকে ভবনটিকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়;

১৯.৮ বিদ্যালয়ে দূর হতে আগত শিক্ষার্থীদের আৰাসন সমস্যা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি হোস্টেল নির্মাণ করার উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে।

১৯.৯ উপরোক্ত সমস্যা ও সুপারিশের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আগামী এক মাসের মধ্যে আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে।

''ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট অফ ইন্টার সার্ভিসেস সিলেকশন বোর্ড (আইএসএসবি) (সংশোধিত)'' শীর্ষক প্রকল্প

সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৩)

১। প্রকল্পের অবস্থান : ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা।

২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : আইএসএসবি এবং আর্মি হেড কোয়ার্টার, সেনাসদর, ইইনসি'র শাখা, ঢাকা সেনানিবাস।

৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়।

৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (প্রঃ সাঃ)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাঃ ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল (প্রঃ সাঃ)	সর্বশেষ সংশোধিত (প্রঃ সাঃ)		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
মোটঃ ২০৮০.০০ জিওবিঃ ২০৮০.০০ --	মোট ঃ ২২৮৫.০০ জিওবিঃ ২২৮৫.০০ --	মোটঃ ২২৭৯.৮৫ জিওবিঃ ২২৭৯.৮৫ --	মার্চ, ২০১০ হতে জুন,২০১৩	মার্চ, ২০১০ হতে জুন,২০১৩	মার্চ, ২০১০ হতে জুন,২০১৩	১৯৯.৮৫ (৯.৬০%)	--

৫। প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) এর ভিত্তিতে)ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
	রাজস্ব খাতঃ					
১.	স্টেশনারী	থোক	৩.১০	থোক	৩.১০ (১০০%)	থোক (১০০%)
২.	গাড়ী ভাড়া	থোক	০.০৫	থোক	০.০৫ (১০০%)	থোক (১০০%)
৩.	পরামর্শক সেবা	থোক	১৩.৪৮	থোক	১৩.৪৮ (১০০%)	থোক (১০০%)
৪.	সম্মানী	থোক	৩.৩০	থোক	৩.৩০ (১০০%)	থোক (১০০%)
৫.	টেস্টিং ফি	থোক	১.২৫	২৫ বি.এইচ	১.২৫ (১০০%)	২৫ বি.এইচ (১০০%)
	উপমোটঃ		**২১.১৮**		**২১.১৮**	**--**
	মূলধন খাতঃ					
৬.	কম্পিউটার ও এক্সেসরিজ	থোক	১০.৫০	থোক	১০.৫০ (১০০%)	থোক (১০০%)
৭.	আসবাবপত্র	থোক	৯৫.৩৫	থোক	৯৫.৩৫ (১০০%)	থোক (১০০%)
৮.	সাইট ডেভেলপমেন্ট	ঘঃমিঃ	১৮.০০	৩২৭২.১৩ ঘ.মি.	১৮.০০ (১০০%)	৩২৭২.১৩ ঘ.মি. (১০০%)
৯.	আবাসিক ভবন	বঃমিঃ	৪৫৫.১০	১৭১৫.৪৫ বঃ মিঃ	৪৫৫.১০ (১০০%)	১৭১৫.৪৫ বঃমিঃ (১০০%)
১০.	অন্যান্য ভবন ও স্ট্রাকচার	থোক	১৩৯৩.৪৬	থোক	১৩৯৩.৪৬ (১০০%)	থোক (১০০%)
১১.	রাস্তা	বঃমিঃ	৮৪.৯৫	৫৬৮০.৯৫ বঃমিঃ	৮৪.৯৫ (১০০%)	৫৬৮০.৯৫ বঃমিঃ (১০০%)

ক্রমিক নং	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
	রাজস্ব খাতঃ					
১২.	ড্রেন	মিটার	৬.০০	২৪০.০০ মিটার	৬.০০ (১০০%)	২৪০.০০ মিটার (১০০%)
১৩.	বহিঃ পানি সরবরাহ	থোক	৬.০০	থোক	৬.০০ (১০০%)	থোক (১০০%)
১৪.	বহিঃ বিদ্যুৎ সরবরাহ	থোক	১৮৮.৪৪	থোক	১৮৮.৪৪ (১০০%)	থোক (১০০%)
১৫.	গ্যাস সরবরাহ	থোক	০.৮৭	থোক	০.৮৭(১০০%)	থোক (১০০%)
১৬.	ফিজিক্যাল কনটিনজেন্সি (১% এর নিচে)	থোক	৫.০০	থোক	--	--
১৭.	প্রাইস কনটিনজেন্সি	থোক	০.১৫	থোক	--	--
	উপমোটঃ		**৫.১৫**	**--**	**--**	**--**
	সর্বমোটঃ		**২২৮৫.০০**	**--**	**২২৭৯.৮৫ (৯৯.৭৭%)**	**১০০%**

৬.০। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ** কোন উল্লেখযোগ্য কাজ অসমাপ্ত নেই।

৭.০। **সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ**

৭.১। **পটভূমিঃ** বাংলাদেশের শহর ও প্রত্যন্ত গ্রাম অঞ্চলের উজ্জ্বল, তেজোদীপ্ত ও প্রত্যয়ী তরুণরা ভবিষ্যত সামরিক নেতৃত্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে থাকে। প্রত্যয়ী তরুণদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার প্রথম ধাপ হলো আন্তঃবাহিনী নির্বাচন পর্ষদ (আইএসএসবি)। এটি মেধাবী ও যোগ্য প্রার্থীদের পুংখানুপুংখভাবে বাছাই করতঃ তিন বাহিনী ও আমর্ড ফোর্সেস মেডিক্যাল কলেজের কর্মকর্তাদের এন্ট্রি পদে নির্বাচন করে থাকে। স্বাধীনতার পর হতে আইএসএসবি সামরিক বাহিনীর অন্যান্য ইউনিট/প্রতিষ্ঠানের অস্থায়ী স্থাপনায় নির্বাচন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছিল। ২০০২ সাল হতে আইএসএসবির জন্য কুর্মিটোলা বিমান ঘাঁটির নিকটে একটি স্থায়ী জায়গা বরাদ্দ করা হয়। এ জায়গায় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান আমলে নির্মিত কয়েকটি গুদামঘর ছিল যা স্বাধীনতা যুদ্ধের পরে বিভিন্ন ইউনিট/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ব্যবহৃত হতো। এ গুদামঘরগুলো আইএসএসবিকে হস্তান্তরের পরে নানাবিধ সমস্যা থাকা সত্ত্বেও আংশিক পরিবর্তন/পরিবর্ধনের মাধ্যমে অস্থায়ীভাবে নির্বাচনী কার্যক্রমের উপযোগী করে পরীক্ষা কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করার ব্যবস্থা করা হয়। আইএসএসবির এ অস্থায়ী স্থাপনাগুলো অত্যন্ত নিম্নমানের, জরাজীর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ বিধায় অতি বৃষ্টির সময় প্রায়শঃ ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। এছাড়া বর্তমানে স্থাপনাগুলোতে স্বল্প সংখ্যক পরীক্ষার্থীর জন্য স্থানের সংকুলান করা সম্ভব হয়। এ অবস্থায় প্রায়শঃ তিন বাহিনী হতে প্রেরিত ধারণ ক্ষমতার অধিক সংখ্যক পরীক্ষার্থীর ৫ মাস ব্যাপী নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পাদন করতে আইএসএসবিকে বেশ হিমশিম খেতে হয়। তাছাড়া সামরিক বাহিনী ও আমর্ড ফোর্সেস মেডিকেল কলেজের এন্ট্রি পদে কর্মকর্তা বাছাইকারী প্রতিষ্ঠান ''আন্তঃবাহিনী নির্বাচন পর্ষদ (আইএসএসবি)'' এর ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়নের লক্ষ্যে ২২১৯.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এডিপির মাধ্যমে একটি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গত ১২/১১/২০০৯ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগে প্রকল্প প্রস্তাব পেশ করে। প্রকল্পটি ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরের এডিপির অননুমোদিত প্রকল্প তালিকায় অন্তর্ভুক্ত না থাকায় এবং উন্নয়ন বাজেটের আওতায় এ ধরনের প্রকল্প গ্রহণ করা সমীচীন হবে না বিবেচনায় প্রকল্পের অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ কার্যক্রম স্থগিত রাখা হয়। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে প্রকল্পের গুরুত্ব বিবেচনায় ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরের এডিপিতে যোগাযোগ সেক্টরের আওতাধীন বরাদ্দ বিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্প তালিকায় প্রকল্পটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পরবর্তীতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুরোধে প্রকল্পটি প্রক্রিয়াকরণের বিষয় পুনরায় উত্থাপিত হলেও উহা প্রক্রিয়াকরণের জন্য ভৌত অবকাঠামো বিভাগ হতে আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগে ন্যস্ত করা হয়। ১৪-১২-২০০৯ তারিখে আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগের বিভাগ প্রধানের সভাপতিত্বে প্রকল্পের উপর একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মত প্রকাশ করা হয় যে, আইএসএসবি সামরিক বাহিনীর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা থাকা সত্ত্বেও অদ্যাবধি এর ভৌত অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধার উন্নয়ন সাধিত হয়নি। ফলে এ পেশায় ভর্তিচ্ছুক প্রার্থীদের পেশার শুরুতেই যেমন অস্বস্তিতে পড়তে হয়, তেমনি নির্বাচকদেরও বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। কাজেই সামিরক বাহিনীর এন্ট্রি পদে একই সাথে অধিক সংখ্যক প্রার্থীদের সুষ্ঠু পরিবেশে

নির্বাচনের লক্ষ্যে সংস্থাটির উন্নয়ন অপরিহার্য। উল্লিখিত বিষয় বিবেচনায় এ সেক্টর হতে প্রকল্পটি প্রক্রিয়াকরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৭.২। **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ** ঢাকা সেনানিবাসে অবস্থিত আন্তঃবাহিনী নির্বাচন পর্ষদ (আইএসএসবি) এর ভৌত অবকাঠামোগত সুবিধাদির উন্নয়ন করা প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

৭.৩। **প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ** মাল্টিপারপাস হল রুমসহ টেস্টিং হল, কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য আবাসিক ভবনসহ এমটি গ্যারেজ, আইএসএসবি মেইনগেইট প্রভৃতি অবকাঠামো নির্মাণ, এছাড়া সাইট ডেভেলপমেন্ট, ইন্টার্নাল রোড, ড্রেইন, এক্সটার্নাল ওয়াটার সাপ্লাই লাইন, গ্যাস সাপ্লাই, এক্সটার্নাল ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই লাইন সংযোগ ইত্যাদি।

৭.৪। **অনুমোদন পর্যায় ও সংশোধনঃ** গত ১৮-০১-২০১০ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগে প্রকল্পটি বিবেচনার লক্ষ্যে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (পিইসি) সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং ২০৮০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মার্চ,২০১০ হতে জুন, ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ২৯-০৩-২০১০ তারিখে অনুমোদিত হয় এবং ০৮-০৪-২০১০ তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রশাসনিক আদেশ জারী করা হয়। পরবর্তীতে ২২৮৫.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়নকাল অপরিবর্তিত রেখে প্রকল্পটির সংশোধন করা হয় এবং ১৬-১১-২০১১ তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক সংশোধিত প্রকল্পটির প্রশাসনিক অনুমোদন জারী করা হয়। ঠিকা চুক্তি কম হওয়ায় অংগভিত্তিক কিছু খাতে অর্থ সাশ্রয় অপরদিকে বাজার দর বৃদ্ধি ও সিডিউল রেট পরিবর্তন হওয়ার কারণে অন্য একটি খাতে অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন পড়ে যার ফলে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত ডিপিইসি সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রকল্পটির মোট সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয় এবং বাস্তবায়নকাল অপরিবর্তিত রেখে আন্তঃখাত সমন্বয় করা হয়। গত ১২ জুন, ২০১৩ তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক আন্তঃখাত সমন্বয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন জারী করা হয়। তবে প্রকল্পটি যে মাসে সমাপ্ত হয়েছে সে মাসেই আন্তঃখাত সমন্বয় করা হয়েছে যা প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উৎসাহব্যঞ্জক নয়।

৭.৫। প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ প্রকল্পটি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প মেয়াদে নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেনঃ

ক্রমিক নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী	কার্যকাল		প্রকল্প পরিচালকের ধরন
		আরম্ভ	শেষ	
১।	জনাব এএসএম মাহমুদ হাসান, পিএসসি, কর্ণেল ও প্রকল্প পরিচালক	মার্চ,২০১০	জুন,২০১৩	খন্ডকালীন

৭.৬। মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology)ঃ মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি (Methodology) অনুসরণ করা হয়েছেঃ

(ক) ডিপিপি, মনিটরিং রিপোর্ট ও বিভিন্ন সভায় প্রকাশিত প্রতিবেদন পর্যালোচনা;
(খ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর পর্যালোচনা;
(গ) PEC, Steering Committee, PIC সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
(ঘ) কাজের মান ও বাস্তব অগ্রগতি যাচাই ও তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন;
(ঙ) নমুনায়নের (Sampling) ভিত্তিতে সরেজমিন পরিদর্শন;
(চ) প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা;

৮.০। প্রকল্পের বছর ভিত্তিক বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা, অবমুক্তি ও ব্যয়ঃ

৮.১। **আর্থিক অগ্রগতিঃ** প্রকল্পটির সর্বশেষ সংশোধিত অনুমোদিত ব্যয় ২২৮৫.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) এর বিপরীতে অবমুক্ত করা হয়েছে ২২৭৯.৮৫ লক্ষ টাকা। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, প্রকল্পটির জুন, ২০১৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে মোট ২২৭৯.৮৫ লক্ষ টাকা (৯৯.৭৭%)। প্রকল্পের অনুকূলে ২০০৯-২০১০ হতে ২০১২-২০১৩ সময় পর্যন্ত সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বরাদ্দ অবমুক্ত ও ব্যয় নিম্নে দেখানো হলঃ

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বৎসর	সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা				অবমুক্ত	ব্যয় ও বাস্তব অগ্রগতি			
	মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ	বাস্তব %		মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ	বাস্তব%
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
২০০৯-১০	--	--	--	--	--	--	--	--	--

২০১০-১১	২৭২.০০	২৭২.০০	--	১১.৯০%	২৭২.০০	২৭২.০০	২৭২.০০	--	১১.৯০%
২০১১-১২	৯০০.০০	৯০০.০০	--	৩৯.৩৯%	৯০০.০০	৯০০.০০	৯০০.০০	--	৩৯.৩৯%
২০১২-১৩	১১০৭.৮৫	১১০৭.৮৫	--	৪৮.৪৮%	১১০৭.৮৫	১১০৭.৮৫	১১০৭.৮৫	--	৪৮.৪৮%
মোট	**২২৭৯.৮৫**	**২২৭৯.৮৫**	--	**৯৯.৭৭%**	**২২৭৯.৮৫**	**২২৭৯.৮৫**	**২২৭৯.৮৫**	--	**৯৯.৭৭%**

৮.২ **প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতিঃ** প্রকল্পটির অগ্রগতি সম্পর্কিত সর্বশেষ প্রাপ্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী মোট আর্থিক অগ্রগতি ২২৮৫.০০ (৯৯.৭৭%) এবং বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে ১০০%। প্রকল্পটির ভৌত অবকাঠামোগত নির্মাণ কাজ আইএসএসবি এবং আর্মি হেড কোয়ার্টার, সেনাসদর, ইইনসি'র শাখা, ঢাকা সেনানিবাস-এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পটির অঙ্গ ভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি নিম্নে পর্যায়ক্রমে বর্ণনা করা হলোঃ

(ক) রাজস্ব খাতঃ

স্টেশনারীঃ প্রকল্পের অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপিতে বিভিন্ন ধরনের স্টেশনারী দ্রব্য ক্রয়ের জন্য ৩.১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। প্রকল্প মেয়াদে বিভিন্ন ধরনের স্টেশনারী দ্রব্য ক্রয় করা হয়েছে এবং এ বাবদ বরাদ্দকৃত অর্থের পুরোটাই ব্যয় করা হয়েছে। এ খাতে আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

গাড়ী ভাড়াঃ প্রকল্পের সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপিতে গাড়ী ভাড়া বাবদ ০.০৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। প্রকল্প মেয়াদে এ খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের পুরোটাই ব্যয় করা হয়েছে। এ খাতে আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

পরামর্শক সেবাঃ প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে ভূমি উন্নয়ন ও কাঠামো নক্সা প্রণয়নের লক্ষ্যে পরামর্শক সেবা বাবদ ১৩.৪৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। প্রকল্প মেয়াদে ভূমি উন্নয়ন ও কাঠামো নকশা প্রণয়ন (পরামর্শক সেবা) খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের পুরোটাই ব্যয় করা হয়েছে। এ খাতে আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

সম্মানীঃ প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে সম্মানী বাবদ ৩.৩০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। প্রকল্প মেয়াদে সম্মানী বাবদ বরাদ্দকৃত অর্থের পুরোটাই ব্যয় করা হয়েছে। এ খাতে আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

টেস্টিং ফিঃ প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে টেস্টিং ফি বাবদ ১.২৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। প্রকল্প মেয়াদে টেস্টিং ফি খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের পুরোটাই ব্যয় করা হয়েছে। এ খাতে আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

(খ) মূলধন খাতঃ

কম্পিউটার ও একসেসরিজঃ প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে কম্পিউটার এক্সেসরিজ ক্রয় বাবদ ১০.৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। বরাদ্দকৃত অর্থ দিয়ে ৮টি কম্পিউটার, ৮টি ইউপিএস, ২টি স্ক্যানার, ২টি ল্যাপটপ এবং ১টি ফটোকপি মেশিন ক্রয় করা হয়েছে, অর্থাৎ প্রকল্প মেয়াদে এ খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের পুরোটাই ব্যয় করা হয়েছে। এ খাতে আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

আসবাবপত্রঃ প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে বিভিন্ন ধরনের আসবাবপত্র ক্রয় বাবদ ৯৫.৩৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। প্রকল্প মেয়াদে আসবাবপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে এবং এ খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের পুরোটাই ব্যয় করা হয়েছে। এ খাতে আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

সাইট ডেভেলপমেন্টঃ প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে ৩২৭২.১৩ ঘনমিটার সাইট ডেভেলপমেন্ট বাবদ ১৮.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। প্রকল্প মেয়াদে ৩২৭২.১৩ ঘনমিটার সাইট ডেভেলপমেন্ট করা হয়েছে এবং এ খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের পুরোটাই ব্যয় করা হয়েছে। এ খাতে আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

আবাসিক ভবনঃ প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে ১৭১৫.৪৫ বঃ মিঃ আবাসিক ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে ৪৫৫.১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। প্রকল্প মেয়াদে কর্মকর্তাদের জন্য ১৭১৫.৪৫ বঃ মিঃ বিশিষ্ট আবাসিক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে এবং এ খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের পুরোটাই ব্যয় করা হয়েছে। এ খাতে আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

অন্যান্য ভবন এবং স্ট্রাক্টচারঃ প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে থোক হিসেবে ১৩৯৩.৪৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। প্রকল্প মেয়াদে টেস্টিং হল, গাড়ী চালকগণের আবাসনসহ এমটি গ্যারেজ, পিওএল স্টোর, এবং আইএসএসবি প্রধান গেট নির্মাণ করা হয়েছে। এবং এ খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের পুরোটাই ব্যয় করা হয়েছে। এ খাতে আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

রাস্তাঃ প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে ৫৬৮০.৯৫ বঃ মিঃ রাস্তা নির্মাণের লক্ষ্যে ৮৪.৯৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। প্রকল্প মেয়াদে ৫৬৮০.৯৫ বঃ মিঃ রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে এবং এ খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের পুরোটাই ব্যয় করা হয়েছে। এ খাতে আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

ড্রেনঃ প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে ড্রেন নির্মাণের লক্ষ্যে ৬.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। প্রকল্প মেয়াদে ২৪০ মিটার ড্রেন নির্মাণ করা হয়েছে এবং এ খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের পুরোটাই ব্যয় করা হয়েছে। এ খাতে আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

বহিঃপানি সরবরাহঃ প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে বহিঃপানি সরবরাহের লক্ষ্যে ৬.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। প্রকল্প মেয়াদে বহিঃপানি সরবরাহ করা হয়েছে এবং এ খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের পুরোটাই ব্যয় করা হয়েছে। এ খাতে আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

বহিঃ বিদ্যুৎ সরবরাহঃ প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে বহিঃ বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে থোক হিসেবে ১৮৮.৪৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। প্রকল্প মেয়াদে বহিঃ বিদ্যুৎ সরবরাহের করা হয়েছে এবং এ খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের পুরোটাই ব্যয় করা হয়েছে। এ খাতে আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

গ্যাস সরবরাহঃ প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে গ্যাস সরবরাহ করার লক্ষ্যে ০.৮৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। প্রকল্প মেয়াদে গ্যাস সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে এবং এ খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের পুরোটাই ব্যয় করা হয়েছে। এ খাতে আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

ফিজিক্যাল কনটিনজেন্সিঃ প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে ফিজিক্যাল কনটিনজেন্সি খাতে ৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। প্রকল্প মেয়াদে এ খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে কোন ব্যয় দেখানো হয়নি।

প্রাইস কনটিনজেন্সিঃ প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে প্রাইস কনটিনজেন্সি খাতে ০.১৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ থাকলেও এ খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে কোন ব্যয় দেখানো হয়নি।

৮.৩ **ক্রয়সংক্রান্ত কার্যাবলীঃ** আলোচ্য প্রকল্পটির যাবতীয় ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করার লক্ষ্যে মোট ১৮টি প্যাকেজের আওতায় দরপত্র আহ্বান করে সর্বনিম্ন দরদাতাকে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। আইএসএসবি'র ২৫ জন কর্মকর্তার অফিসার ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক প্যাকেজ নং ই-ইন-সি/৩৬ অব ২০১০-১১ এর আওতায় ৪,১০,৪২,৫৪৬ টাকা চুক্তি মূল্যে মেসার্স মজিদ সন্স কে ৩০-১২-২০১০ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয় এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কার্যটি সম্পন্ন করা হয়। আইএসএসবি'র অডিটরিয়াম/টেস্টিং হল নির্মাণের লক্ষ্যে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক ই-ইন-সি/২৬ অব ২০১১-১২ নং প্যাকেজের আওতায় ১০,৩৮,০৪,৪০০ টাকা চুক্তি মূল্যে TCSBL-MNHCL-JV- কে ১৪-১২-২০১১ তারিখে কার্যাদেশ দেয়া হয় এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কার্যটি সম্পন্ন করা হয়। এছাড়া পিওএল স্টোরসহ এমটি গ্যারেজ নির্মাণের লক্ষ্যে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক ই-ইন-সি/২৫ অব ২০১০-১১ নং প্যাকেজের আওতায় মেসার্স কুইক বিল্ডার্স-কে ১,০১,৮৫,০৫৭ টাকা চুক্তি মূল্যে ০৬-১২-২০১০ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয় এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কার্যটি সম্পন্ন করা হয়। মেইনগেট নির্মাণের লক্ষ্যে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক নং ই-ইন-সি/১১২ অব ২০১০-১১ এর আওতায় ৫৫,৬৭,৭১২ টাকা চুক্তি মূল্যে মেসার্স সিএম ট্রেডার্স- কে ১৫-০৬-২০১১ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয় এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কার্যটি সম্পন্ন করা হয়। প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভবন এবং অবকাঠামোসমূহে বিদ্যুতায়নের জন্য সমস্ত বৈদ্যুতিক কাজকে ৩টি প্যাকেজে বিভক্ত করা হয়। উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি অনুসরণপুর্বক ই-ইন-সি/৮৩ অব ২০১২-১৩ নং প্যাকেজের আওতায় ৪০০ কেভিএ জেনারেটর স্থাপনের লক্ষ্যে ৫৭,১৪,০০০ টাকা চুক্তি মূল্যে মিতি কনস্ট্রাকশনকে ২০-০৬-২০১৩ তারিখে কার্যাদেশ দেয়া হয়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কার্যটি সম্পন্ন করা হয়। টেস্টিং হলে বহিঃবিদ্যুৎ সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে প্যাকেজ নং ই-ইন-সি/৪২ অব ২০১২-১৩ নং প্যাকেজের আওতায় সীমিত দরপত্র পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক ১,০৭,৯৫,৬৬৩ টাকা চুক্তি মূল্যে সেলিম এন্ড ব্রাদার্সকে ১০-৫-২০১২ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। সীমিত দরপত্র পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক অফিসার ভবনের জন্য বহিঃবিদ্যুৎ সংযোগ দেয়ার জন্য ই-ইন-সি/৩৫ অব ২০১১-১২ নং প্যাকেজের আওতায় ২৩,৩৩,৬৯৫ টাকা চুক্তি মূল্যে মেসার্স কামাল সন'স-কে ২৫-০৩-২০১২ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। নির্ধারিত সময়ে মধ্যে কার্যটি সম্পন্ন করা হয় এবং যথা সময়ে হস্তান্তর করা হয়েছে বলে প্রকল্প সূত্রে জানা যায়।

৮.৩ **পর্যবেক্ষণঃ**

৮.৪ মনিটরিং: প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) থেকে জানা যায় যে, আলোচ্য প্রকল্পটি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গত ২৩-১০-২০১০, ১৮-০২-২০১১, ০৭-০৬-২০১২ তারিখে এবং আইএমইডি কর্তৃক গত ১৭-০৪-২০১২ তারিখে সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়।

৮.৫ অভ্যন্তরীণ অডিটঃ প্রকল্প চলাকালীন গত ২০০৯-১০ অর্থবছরে ০৭-০২-২০১১ তারিখ থেকে ২৮-০২-২০১১ তারিখ এবং ২০১০-২০১১ অর্থবছরে ২০-১১-২০১১ তারিখ থেকে ২১-১১-২০১৩ তারিখ পর্যন্ত মোট দুই বার ই-ইন-সি এর টেকনিক্যাল টিম কর্তৃক অভ্যন্তরীণ অডিট সম্পন্ন করা হয়। অডিট টিম কর্তৃক উত্থাপিত পর্যবেক্ষণগুলো নিষ্পত্তি করা হয়েছে মর্মে প্রকল্প সমাপ্তির প্রতিবেদন (পিসিআর) সূত্রে জানা যায়।

৮.৬ এক্সটার্নাল অডিটঃ প্রকল্প চলাকালীন গত ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে ০৯-০৪-২০১১ তারিখ থেকে ২১-০৪-২০১১ তারিখ এবং ২০১০-২০১১ অর্থবছরে ১২-০৪-২০১২ তারিখ থেকে ৩০-০৪-২০১২ তারিখ পর্যন্ত মোট দুই বার এক্সটার্নাল অডিট সম্পন্ন করা হয় মর্মে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এক্সটার্নাল অডিটের কোন পর্যবেক্ষণ পিসিআর এ উল্লেখ করা হয়নি।

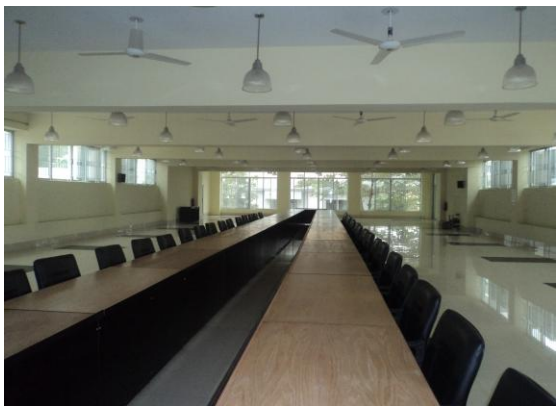
৯.০। **উদ্দেশ্য অর্জিত না হলে তার কারণ :** প্রকল্পের উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হয়েছে।

১০। **প্রকল্প পরিদর্শনঃ** গত ১৩-১২-২০১৪ তারিখে আইএমইডির শিক্ষা ও সামাজিক সেক্টরের মহাপরিচালক কর্তৃক প্রকল্পের কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে সহকারী পরিচালক (শিক্ষা) মহাপরিচালক মহোদয়ের সফর সঙ্গী ছিলেন। এ সময় প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পূর্ত পরিদপ্তরের মাধ্যমে নির্মাণ নক্সা ও নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন করানো হয়েছে। প্রকল্পটির মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নের চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

১০.১। **অডিটরিয়াম/টেস্টিং হলঃ** প্রকল্পের আওতায় নির্মিত অবকাঠামোসমূহের মধ্যে অডিটরিয়াম/ টেস্টিং হল অন্যতম। তিনবাহিনী ও আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল কলেজের কর্মকর্তাগণের এন্ট্রি পদে নির্বাচন করার প্রথম পরিবীক্ষণ শুরু হয় টেস্টিং হলে। এন্ট্রি পদে নির্বাচন করার উদ্দেশ্যে প্রার্থীদের আইকিউ টেস্ট, পিপিডিটি টেস্টসহ যাবতীয় টেস্ট এ টেস্টিং হলে সম্পন্ন হয়। ভবনটির দ্বিতীয় তলায় টেস্টিং হলরুম এবং ৩য় তলায় সুদৃশ্য মাল্টিপারপাস হলরুম রয়েছে।



চিত্র: ১ টেস্টিং হলরুম



চিত্রঃ ২ মাল্টিপারপাস হলরুম

টেস্টিং হলকে আরো সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে নিচতলায় একটি লাইব্রেরী ও কয়েকটি স্টোর রুম করা হয়েছে। লাইব্রেরী এবং স্টোররুম গুলো অল্প পরিসরে সুন্দরভাবে নির্মাণ করা হয়েছে মর্মে পরিদর্শনে পরিলক্ষিত হয় যা প্রকল্প কর্তৃপক্ষের Good quality space management এর পরিচয় বহন করে। তবে লাইব্রেরীতে বই এর সংখ্যা কম মনে হয়েছে। লাইব্রেরীটিতে আরও প্রয়োজনীয় বইপত্র আরো বেশি পরিমাণে সংগ্রহপূর্বক সমৃদ্ধ করা আবশ্যক।



চিত্রঃ ৩ লাইব্রেরী

১০.২। **অফিসার বাসভবনঃ** আইএসএসবিতে কর্মরত কর্মকর্তাগণের জন্য ১৭১৫ বঃ মিঃ বিশিষ্ট একটি তিনতলা আবাসিক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। সুদৃশ্য ভবনটির নির্মাণশৈলী ও গুণগতমান সন্তোষজনক বলে প্রতীয়মান হয়েছে। বাসভবনটিতে ২৫ জন কর্মকর্তা আবাসিকভাবে থাকতে পারবেন বলে জানা যায়।



চিত্রঃ ৪ আইএসএসবি অফিসার্স মেস

১০.৩। **অন্যান্য কার্যক্রমঃ** প্রকল্পের আওতায় আইএসএসবিতে প্রবেশ পথে একটি সুদৃশ্য গেইট নির্মাণ করা হয়েছে যা আইএসএসবি'র শোভা বর্ধন করেছে। এছাড়া ড্রাইভারদের আবাসনসহ একটি এমটি গ্যারেজ নির্মাণ করা হয়েছে। যার নিচের তলায় ১৬টি গাড়ী রাখা যাবে মর্মে জানা যায় এবং উপরের তলায় ড্রাইভারগণ আবাসিকভাবে থাকতে পারবে। তবে এ ভবনের দেয়াল অনেকটা মলিন দেখা যায়। এটিকে অচিরেই চুনকাম করা প্রয়োজন।



চিত্রঃ ৫ পিওএল স্টোর



চিত্রঃ ৬ এমটি গ্যারেজ

এমটি গ্যারেজ পার্শ্বেই একটি পিওএল স্টোর নির্মাণ করা হয়েছে যাতে পেট্রোলিয়াম তেল, লুব্রিক্যান্ট প্রভৃতি জ্বালানি গাড়ীর জন্য সংরক্ষিত থাকে। এছাড়াও ৫৬৮০ বর্গমিটার বিশিষ্ট অভ্যন্তরীণ রাস্তা ২৪০ মিটার ড্রেইন, গ্যাস সাপ্লাই লাইন, ইলেকট্রিক লাইন স্থাপন করা হয়েছে। সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়ার জন্য ৪০০ কেভিএ বিশিষ্ট একটি জেনারেটর ও স্থাপন করা হয়েছে।



চিত্রঃ ৭ আইএসএসবি-র অভ্যন্তরীণ রাস্তা



চিত্রঃ ৮ সুদৃশ্য আইএসএসবি গেইট

১১.০। বাস্তবায়ন সমস্যাঃ

১১.১। মাত্র ২/৩ বৎসর পূর্বে নির্মিত এমটি গ্যারেজসহ ড্রাইভারদের আবাসিক ভবনটির বাহ্যিক দিক (চুনকাম) মলিন অবস্থায় দেখা গেছে;

১১.২। প্রকল্পটি জুন, ২০১৩ তে সমাপ্ত হয়েছে এবং ১২ জুন, ২০১৩ তে আন্তঃখাত সমন্বয় করা হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়ন সমাপ্তির ১৮ দিন পূর্বে আন্তঃখাত সমন্বয় করার বিষয়টি ভাল অনুশীলন নয়। এতে মনে হতে পারে সমন্বয়কৃত অর্থের ব্যয় পূর্বাহ্নেই সম্পাদন করার পরে এ সমন্বয় অনুমোদন করা হয়েছে।

১১.৩। লাইব্রেরীটি ছোট পরিসরের হলেও সুন্দর পরিবেশ রয়েছে। তবে লাইব্রেরীতে প্রয়োজনীয় বইপত্র কম মনে হয়েছে;

১২.০। সুপারিশঃ

১২.১। এমটি গ্যারেজসহ ড্রাইভারদের আবাসিক ভবনটিকে চুনকাম করতে হবে। এ ব্যাপারে আইএসএসবি কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে পারে;

১২.২। ভবিষ্যতে কোন প্রকল্প বাস্তবায়নের একেবারে শেষপর্যায়ে এসে আন্তঃখাত সমন্বয়ের বিষয়টি বিবেচনা সমীচীন নয়। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ভবিষ্যতে এ বিষয়ে সমায়ানুগ পদক্ষেপ নিবে;

১২.৩। প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও বইপত্রসহ লাইব্রেরীটিকে সমৃদ্ধ করতে হবে। এ বিষয়ে আইএসএসবি কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারে;

"সিরাজ-খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতাল সম্প্রসারণ" শীর্ষক প্রকল্প ।

সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত ঃ জুন, ২০১২)

১.০। প্রকল্পের অবস্থান ঃ ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট।

২.০। বাস্তবায়নকারী সংস্থা ঃ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট।

৩.০। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় ঃ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়।

৪.০। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (প্রঃ সাঃ)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাঃ ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল (প্রঃ সাঃ)	সর্বশেষ সংশোধিত (প্রঃ সাঃ)		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
মোট ঃ ১৪৫৬.৮১ জিওবিঃ ১৪৫৬.৮১ প্রঃসাঃ --	--	মোট ঃ ১৪১৩.২৬ জিওবিঃ ১৪১৩.২৬ প্রঃসাঃ --	এপ্রিল, ২০১১ হতে জুন,২০১২	--	এপ্রিল, ২০১১ হতে জুন,২০১৩	--	১ বছর (১০০%)

৫। প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) এর ভিত্তিতে)ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	পিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১.	৫০০ কেভিএ সাব স্টেশন	সংখ্যা	৬৯.২৮৫	১টি	৬৯.২৮৫(১০০%)	১টি (১০০%)
২.	২০০ কেভিএ জেনারেটর	সংখ্যা	৩২.৯৭	১টি	৩২.৯৭(১০০%)	১টি (১০০%)
৩.	অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র	থোক	১.০০	থোক	০.৬০(৬০%)	--
৪.	এয়ার কন্ডিশন	থোক	৩০.০০	থোক	৩০.০০(১০০%)	--
৫.	মেডিক্যাল গ্যাস	থোক	৬২.৩৫	থোক	৬২.৩৫(১০০%)	--
৬.	বাউন্ডারী ওয়াল, রাস্তা	থোক	৫.০০	থোক	৪.৯৭০৭৮(৯৯%)	--
৭.	হাসপাতাল লিফট	থোক	৩৯.০০	থোক	৩৯.০০(১০০%)	--
৮.	অন্যান্য	থোক	৮.২৪	থোক	৮.২৪(১০০%)	--
৯.	যানবাহন	সংখ্যা	৬০.৪০	২টি	৬০.৪০(১০০%)	২টি (১০০%)
১০.	যন্ত্রপাতি	থোক	১০৮০.১৪৫	থোক	১০৩৭.৮৩(৯৬%)	--
১১.	ফার্নিচার	থোক	৬৭.৬১	থোক	৬৭.৬১(১০০%)	--
১২.	প্রাইস কন্টিনজেন্সি	থোক	০.৮১	থোক	--	--
	মোটঃ	--	১৪৫৬.৮১	--	১৪১৩.২৬(৯৭%)	৯৯%

৬.০। **কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণ ঃ** কোন উল্লেখযোগ্য কাজ অসমাপ্ত নেই। তবে প্রকল্পের আওতায় কিছুসংখ্যক পদ সৃষ্টি করা হলেও নিয়োগ প্রদান করা হয়নি।

৭.০। **সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ**

৭.১। **পটভূমিঃ** ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের অধীনস্থ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের এবং ক্যান্টনমেন্ট এলাকার আশপাশের সাধারণ জনসাধারণকে চিকিৎসা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ২ জন ডাক্তার ও কিছু সংখ্যক স্টাফ নিয়ে ১৯৬২ সালে ছোট পরিসরে একটি চিকিৎসা কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়। কিন্তু সরকারী পর্যায়ে কোন চিকিৎসা কেন্দ্র না থাকার ফলে স্বাধীনতা যুদ্ধের পর উক্ত কেন্দ্রের রোগীর সংখ্যা বহুমাত্রায় বৃদ্ধি পায়। ১৯৭৬ সালে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, যশোর, রংপুর ও ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে অবস্থিত ছোট চিকিৎসা কেন্দ্রগুলোকে হাসপাতালে রূপান্তরের উদ্যোগ গ্রহণ করে। কিন্তু বিভিন্ন জটিলতার কারণে উদ্যোগটি সফল হয়নি। ১৯৭৬ সালের ১৫ জুলাই ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় ১০ শয্যা বিশিষ্ট একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং তখন থেকে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এই হাসপাতালটি পরিচালনা করে আসছে।

হাসপাতালটি সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে হাসপাতালটি ৩৪ শয্যায় উন্নীত করা হয়, যাতে ২০টি সাধারণ বেড, ১১টি কেবিন বেড ও ৩টি পোষ্ট অপারেটিভ কেবিন রয়েছে। বর্তমানে রোগীর সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পাওয়া প্রস্তাবিত প্রকল্পের মাধ্যমে হাসপাতালটি ১০০ শয্যায় উন্নীত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

৭.২। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ**

(ক) সিরাজ-খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতালকে ৩৪ বেড হতে ১০০ বেডে উন্নীত করা;

(খ) স্বল্প খরচে বিশ্বমানের স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা;

(গ) প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অবসরপ্রাপ্ত বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিনামূল্যে চিকিৎস সেবা প্রদান করা;

(ঘ) বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মকর্তাগণকে স্বল্পমূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা;

(ঙ) ক্যান্টনমেন্ট ও এর আশপাশ এলাকার জনগণকে নির্ধারিত মূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা;

(চ) হাসপাতালের আউট ডোরের ৫০% এবং হাসপাতালে ভর্তিকৃত ৩০% দরিদ্র রোগীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা;

(ছ) ডাক্তার, নার্স, প্যারামেডিকস ও অন্যান্য পেশাজীবীদের জন্য চাকুরীর সুবিধাদি সৃষ্টি করা;

(জ) প্রস্তাবিত জেনারেল হাসপাতালের সাথে রেফারেল সিস্টেমে ও অন্যান্য কেন্দ্রের মধ্যে সমন্বয় তৈরী করাই এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

৭.৩। **অনুমোদন পর্যায় ও সংশোধন ঃ** প্রকল্পটির উপর গত ০৭-০৩-২০১১ তারিখে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (পিইসি) সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং ৩১-০৫-২০১১ তারিখে "সিরাজ-খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতাল সম্প্রসারণ" শীর্ষক প্রকল্পটি মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ১৪৫৬.৮১ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এপ্রিল,২০১১ হতে জুন, ২০১২ পর্যন্ত মেয়াদে অনুমোদিত হয়। ২১-০৫-২০১২ তারিখে আইএমইডি কর্তৃক প্রকল্পের মেয়াদ জুন, ২০১২ হতে জুন, ২০১৩ পর্যন্ত ১ বছর বৃদ্ধি করা হয় এবং ১২-১১-২০১২ তারিখে প্রকল্পটির আন্তঃখাত সমন্বয় করে প্রশাসনিক আদেশ জারী করা হয়।

৭.৪। **প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ঃ** প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প মেয়াদে নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণ প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

ক্র: নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী	কার্যকাল		প্রকল্প পরিচালকের ধরণ
		আরম্ভ	শেষ	
১।	মিয়া আব্দুলাহ মামুন, পরিচালক, সামরিক ভূমি এবং সেনা অধিদপ্তর এবং প্রকল্প পরিচালক।	১১ এপ্রিল,২০১১	১০ জুলাই,২০১১	অতিরিক্ত দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন
২।	শেখ আকতার হোসেন, ক্যান্টঃ এক্সিকিউটিভ অফিসার এবং প্রকল্প পরিচালক	১০ জুলাই,২০১১	২৫ জুলাই,২০১২	অতিরিক্ত দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন
৩।	মোঃ রেজাউল ইসলাম, ক্যান্টঃ এক্সিকিউটিভ অফিসার এবং প্রকল্প পরিচালক	২৬জুলাই,২০১২	৩০ জুন, ২০১৩	অতিরিক্ত দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন

৭.৫। **মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology) ঃ** মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি (Methodology) অনুসরণ করা হয়েছে ঃ

(ক) ডিপিপি, মনিটরিং রিপোর্ট ও বিভিন্ন সভায় প্রকাশিত প্রতিবেদন পর্যালোচনা;

(খ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর পর্যালোচনা;

(গ) PEC, Steering Committee, PIC Committee সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;

(ঘ) কাজের মান ও বাস্তব অগ্রগতি যাচাই ও তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন;

(ঙ) প্রকল্প এলাকা সরেজমিন পরিদর্শন;

(চ) প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা;

৮.০। **প্রকল্পের বছর ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও বরাদ্দ ঃ**

৮.১। **আর্থিক অগ্রগতি ঃ** প্রকল্পটির সর্বশেষ অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ১৪৫৬.৮১ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) এবং প্রকল্প মেয়াদে অবমুক্ত করা হয়েছে ১৪১৩.২৬ লক্ষ টাকা। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, প্রকল্পটির জুন, ২০১৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে মোট ১৪১৩.২৬ লক্ষ টাকা যা বরাদ্দের (৯৭%)। প্রকল্পের অনুকুলে ২০১১-১২ হতে ২০১২-১৩ সময় পর্যন্ত সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসুচীতে বরাদ্দ অবমুক্ত ও ব্যয় দেখানো হলোঃ

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বৎসর	অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা				অবমুক্ত	ব্যয় ও বাস্তব অগ্রগতি			
	মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ	বাস্তব%		মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ	বাস্তব%
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
২০১১-১২	৯৬৪.০০	৯৬৪.০০	--	১০০%	৯৬৪.০০	৯৬৪.০০	৯৬৪.০০	--	৫৫%
২০১২-১৩	৪৯৩.০০	৪৪৯.২৬	--	১০০%	৪৪৯.২৬	৪৪৯.২৬	৪৪৯.২৬	--	৪৪%
মোট	**১৪৫৭.০০**	**১৪১৩.২৬**	--	৯৯.৭০%	**১৪১৩.২৬**	**১৪১৩.২৬**	**১৪১৩.২৬**	--	**৯৯.৭০%**

৮.২ **প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি** ঃ প্রকল্পটির অগ্রগতি সম্পর্কিত সর্বশেষ প্রাপ্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী মোট আর্থিক অগ্রগতি ১৪১৩.২৬ লক্ষ টাকা এবং বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে ৯৯.৭%। প্রকল্পটির ভৌত অবকাঠামোগত নির্মাণ কাজ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পটির অঙ্গ ভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি নিম্নে পর্যায়ক্রমে বর্ণনা করা হলো ঃ

(ক) রাজস্ব খাতঃ

৮.২.১ ৫০০ কেভিএ সাব স্টেশন স্থাপন ঃ প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে ৫০০ কেভিএ সাব স্টেশন স্থাপন-এর জন্য ৬৯.২৮৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। প্রকল্প মেয়াদে ৫০০ কেভিএ সাব স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে এবং এ বাবদ ব্যয় হয়েছে ৬৯.২৮৫ লক্ষ টাকা। এ খাতে আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৮.২.২ ২০০ কেভিএ সাব স্টেশন স্থাপন ঃ প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে ২০০ কেভিএ সাব স্টেশন স্থাপনের জন্য ৩২.৯৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। প্রকল্প মেয়াদে ২০০ কেভিএ সাব স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে এবং এ খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের পুরোটাই ব্যয় হয়েছে। এ খাতে আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি যথাক্রমে ১০০%।

৮.২.৩ অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রঃ প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে এ খাতে অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র স্থাপনের জন্য থোক হিসেবে ১.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। প্রকল্প মেয়াদ অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র ক্রয় করা হয়েছে এবং এখাতে বরাদ্দকৃত অর্থের পুরোটাই ব্যয় করা হয়েছে। এ খাতে আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি যথাক্রমে ১০০%।

৮.২.৪ এয়ারকন্ডিশনঃ প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে এ খাতে এয়ারকন্ডিশন স্থাপনের জন্য থোক হিসেবে ৩০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। এয়ারকন্ডিশন ক্রয় বাবদ এখাতে বরাদ্দকৃত অর্থের পুরোটাই ব্যয় করা হয়েছে। এ খাতে আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি যথাক্রমে ১০০%।

৮.২.৫ মেডিক্যাল গ্যাসঃ প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে মেডিক্যাল গ্যাস সরবরাহ বাবদ থোক হিসেবে ৬২.৩৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। প্রকল্প মেয়াদে মেডিক্যাল গ্যাস সরবরাহের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে এবং এখাতে বরাদ্দকৃত অর্থের পুরোটাই ব্যয় করা হয়েছে। এ খাতে আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি যথাক্রমে ১০০%।

৮.২.৬ বাউন্ডারী ওয়াল, রাস্তাঃ প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে বাউন্ডারী ওয়াল, রাস্তা নির্মাণ বাবদ থোক হিসেবে ৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। প্রকল্প মেয়াদে বাউন্ডারী ওয়াল, রাস্তা নির্মাণ বাবদ ৪.৯৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এ খাতে আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৪০% ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৮.২.৭ হাসপাতাল লিফ্টঃ প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে হাসপাতাল লিফট স্থাপনের জন্য থোক হিসেবে ৩৯.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। প্রকল্প মেয়াদে হাসপাতাল লিফ্ট স্থাপন করা হয়েছে এবং এখাতে বরাদ্দকৃত অর্থের বিপরীতে ৩৯.০০ লক্ষ টাকার পুরোটাই ব্যয় করা হয়েছে। এ খাতে আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি যথাক্রমে ১০০%।

৮.২.৮ অন্যান্য ঃ প্রকল্পের আওতায় অন্যান্য কাজ সম্পাদনের জন্য থোক হিসেবে ৮.২৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। প্রকল্প মেয়াদ এখাতে ৮.২৪ লক্ষ টাকার পুরোটাই ব্যয় করা হয়েছে। এ খাতে আর্থিক অগ্রগতি ১০০% ও বাস্তব অগ্রগতি ৯৯%।

(খ) মূলধন খাতঃ

৮.২.৯ যানবাহনঃ প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে দুটি (একটি মাইক্রোবাস, একটি এ্যাম্বুলেন্স) যানবাহন ক্রয় করার জন্য ৬০.৪০ লক্ষ টাকা থোক হিসেবে বরাদ্দ রাখা হয়। প্রকল্প মেয়াদে ২টি যানবাহন (মাইক্রোবাস-১টি, এ্যাম্বুলেন্স-১টি) ক্রয় করা হয়েছে এবং এ খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের পুরোটাই ব্যয় করা হয়েছে। এ খাতে আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি যথাক্রমে ১০০%।

৮.২.১০ যন্ত্রপাতিঃ প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে যন্ত্রপাতি খাতে থোক হিসেবে ১০৮০.১৪৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। প্রকল্প মেয়াদে যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে এবং এখাতে ১০৩৭.৮৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এ খাতে আর্থিক অগগ্রতি ৯৭% হলেও বাস্তব অগ্রগতি যথাক্রমে ১০০%।

৮.২.১১ ফার্নিচারঃ প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে ফার্নিচার ক্রয় বাবদ থোক হিসেবে ৬৭.৬১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। প্রকল্প মেয়াদ ফার্নিচার ক্রয় করা হয়েছে এবং এ বাবদ ৬৭.৬১ লক্ষ টাকার পুরোটাই ব্যয় করা হয়েছে। এ খাতে আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি যথাক্রমে ১০০%।

৮.২.১২ প্রাইস কন্টিনজেন্সিঃ এ খাতে থোক হিসেবে ০.৮১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। প্রকল্প মেয়াদ এখাতে বরাদ্দকৃত অর্থের পুরোটাই অব্যয়িত রয়েছে।

৯.০। <u>প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন</u> ঃ

পরিকল্পিত	অর্জিত
(ক) সিরাজ-খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতালকে ৩৪ বেড হতে ১০০ বেডে উন্নীত করা; (খ) স্বল্প খরচে বিশ্বমানের স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা; (গ) প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অবসরপ্রাপ্ত বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা; (ঘ) বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মকর্তাগণকে স্বল্পমূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা; (ঙ) ক্যান্টনমেন্ট ও এর আশপাশের এলাকার জনগণকে নির্ধারিত মূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা; (চ) হাসপাতালের বেডে ভর্তিকৃত ৩০% দরিদ্র রোগী ও আউট ডোরের ৫০% রোগীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা; (ছ) ডাক্তার, নার্স, প্যারামেডিকস ও অন্যান্য পেশাজীবীদের জন্য চাকুরীর সুবিধাদি সৃষ্টি করা; (জ) প্রস্তাবিত জেনারেল হাসপাতালের সাথে রেফারেল সিস্টেম ও অন্যান্য কেন্দ্রের মধ্যে সমন্বয় তৈরী করাই এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।	(ক) সিরাজ-খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতালকে ৩৪ বেড হতে ১০০ বেডে উন্নীত করা হয়েছে; (খ) স্বল্প খরচে বিশ্বমানের স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে কিন্তু এখনো বিশেষজ্ঞ ডাক্তার, টেকনিশিয়ান ও সহায়ক জনবল নিয়োগ করা হয়নি ফলে উন্নতমানের চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না; (গ) প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অবসরপ্রাপ্ত বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হচ্ছে; (ঘ) বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মকর্তাগণকে আবেদনের প্রেক্ষিতে স্বল্পমূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হচ্ছে; (ঙ) ক্যান্টনমেন্ট ও এর আশপাশের এলাকার জনগণকে নির্ধারিত মূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে; (চ) হাসপাতালের বেডে ভর্তিকৃত ৩০% দরিদ্র রোগী ও আউট ডোরের ৩৫% রোগীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হচ্ছে; (ছ) ডাক্তার, নার্স, প্যারামেডিকস ও অন্যান্য পেশাজীবীদের জন্য চাকুরীর সুবিধাদি সৃষ্টি করা হয়েছে কিন্তু জনবল নিয়োগ করা সম্ভব হয়নি; (জ) প্রস্তাবিত জেনারেল হাসপাতালের সাথে রেফারেল সিস্টেম ও অন্যান্য কেন্দ্রের মধ্যে সমন্বয় তৈরী করা হলেও এর পুরোপুরি প্রতিফলন করা সম্ভব হয়নি।

১০.০। <u>উদ্দেশ্য অর্জিত না হলে উহার কারণ</u> ঃ প্রকল্পের উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হয়নি।বিশেষজ্ঞ ডাক্তার, টেকনিশিয়ান ও সহায়ক জনবল নিয়োগ না করার ফলে হাসপাতালে আগত রোগীদের প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট সকল সুবিধাদি প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে প্রকল্পের উদ্দেশ্যে পুরোপুরি অর্জন করা সম্ভব হয়নি।

১১.০। <u>প্রকল্পের প্রভাব</u> ঃ সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল (সিএমএইচ) এর নীতিমালার আলোকে প্রতিরক্ষা বাজেটের আওতায় যারা বেতন পান শুধুমাত্র তারাই সিএমএইচ এ চিকিৎসা সেবা পেতে পারেন। ফলে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের আওতায় চাকুরীরত বেসামরিক কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ এবং তাদের পরিবারের সদস্যরা সিএমএইচ এ চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করতে পারে না। ফলে হাসপাতালটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে ক্যান্টনমেন্ট ও এর আশপাশের এলাকায় বসবাসরত বেসামরিক জনগণ সহজে কমমূল্যে চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করতে পারছেন এবং আশেপাশের দরিদ্র রোগীদের মধ্যে ৫০% Out door patient এবং ৩০% bedded patient দের ফ্রি চিকিৎসা প্রদানের উদ্যোগ প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে দরিদ্র রোগীরা এই সুবিধা গ্রহণ করতে পারছে। যদিও হাসপাতালে আগত সকল রোগী এই সুবিধা সম্পর্কে জ্ঞাত নয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করার ফলে ক্যান্টনমেন্ট ও এর আশপাশের এলাকায় বসবাসরত জনগণের স্বাস্থ্য সেবায় মানের উন্নয়ন ঘটছে।

১২.০। <u>প্রকল্প পরিদর্শন</u> ঃ প্রকল্পটি কার্যক্রম গত ১০-১২-২০১৩তারিখে আইএমইডি কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। প্রকল্পটির পরিদর্শনের সময় প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পূর্ত পরিদপ্তরের মাধ্যমে নির্মাণ নক্সা ও নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পটির কার্যক্রম ও বাস্তবায়নের চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ

এয়ারকন্ডিশন ঃ প্রকল্পের আওতায় Intensive Care Unit (ICU), Oparation Theater (OT) এবং ডাক্তারদের বসার চেম্বারে ও আইসিইউতে শীতাতপ যন্ত্রগুলো স্থাপন করা হয়েছে। এয়ারকন্ডিশন খাতে ডিপিপির বরাদ্দকৃত খাতের ৩০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় দেখানো হয়েছে কিন্তু পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে এ খাতে ২৮.৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। বাকী টাকা কিভাবে কোথায় খরচ করা হয়েছে তার কোন হিসাব দেখানো হয়নি। এটি পরিকল্পনা ও আর্থিক শৃঙ্খলার পরিপন্থী বলে বিবেচিত হয়েছে।

১২.১। **মেডিক্যাল গ্যাসঃ** হাসপাতালের সকল সাধারণ শয্যা, পোস্ট অপারেটিভ বেড, ক্যাবিন ও ICU-তে মেডিক্যাল গ্যাস সরবরাহ ও স্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে ICU এবং পোস্ট অপারেটিভ বেডে রোগীর সংখ্যা কম হওয়াতে এটির ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে না। উক্ত কাজটি সম্পাদনকালে ৫টি দরপত্র জমা পড়ে, এর মধ্যে ৩টি দরপত্রে প্রাইস কোট করা হয়নি। Spectra International Ltd. সর্বনিম্ন দরদাতা হওয়ায় ১৫ মার্চ ২০১২ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়।

১২.২। **হাসপাতাল লিফ্টঃ** হাসপাতাল লিফ্ট স্থাপনের জন্য সিরাজ-আজীজ এন্ড কোম্পানি লিঃ গুলশান ঢাকা-কে ৩৪.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে কার্যাদেশ প্রদান করা হয় এবং যথাসময়ে কার্যটি সম্পাদন করা হয়েছে। বর্তমানে লিফ্টটি সচল অবস্থায় রয়েছে।

১২.৩। **৫০০ কেভিএ সাব স্টেশন এবং ২০০ কেভিএ জেনারেটরঃ** ২০০কেভিএ জেনারেটর স্থাপনের জন্য ঢাকার মেসার্স পলেমা ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড কনস্ট্রাকশনকে ৩২,৯৭,০০০.০০ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৩১ জানুয়ারী,২০১২ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয় এবং ৫০০ কেভিএ সাব স্টেশন স্থাপনের জন্য ৭টি দরপত্র পাওয়া যায় এর মধ্যে ৬টি দরপত্র রেসপনসিভ বিবেচিত হয় এবং বেঙ্গল টেলিকমিনিকেশন এন্ড ইলেক্ট্রিক কর্পোরেশন প্রাঃ লিঃ সর্বনিম্ন দরদাতা হওয়ায় ৬৯,২৮,৫০০.০০ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২৫/০২/২০১৩ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয় এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই কার্যটি সম্পাদন করা হয়। বর্তমানে এগুলো সচল অবস্থায় রয়েছে এবং বিগত ১ বছর চলমান থাকা অবস্থায় কোন সমস্যা পরিলক্ষিত না হওয়ায় সরবরাহকারীর সিকিউরিটি মানি ফেরৎ প্রদান করা হয়েছে বলে পরিদর্শনকালে জানা গেছে।

১২.৪। **যানবাহন ঃ** প্রকল্পের শুরুতে একটি মাইক্রোবাস ও একটি এ্যাম্বুলেন্স ক্রয় করা হয়েছে। এ্যাম্বুলেন্সটি রোগী আনা নেওয়া কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং মাইক্রোবাসটি ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক ব্যবহার করা হচ্ছে।

১৩.০। **হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা ঃ**

১৩.১ হাসপাতালটি আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে গ্রহীত প্রকল্পটি গত ৩০ জুন, ২০১৩ তারিখে সমাপ্ত হয়। এরপর গত ৬ মাস অতিবাহিত হলেও হাসপাতালের কার্যক্রম পুরোমাত্রায় শুরু করা সম্ভব হয়নি এবং ডিপিপির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুসারে ৩৪ শয্যা হতে ১০০ শয্যায় উন্নীতকরণের লক্ষ্যে বলা হয়েছিল যে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড ও এর আশপাশের এলাকার জনগণ স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করবে। কিন্তু প্রচারণা না থাকার কারণে হাসপাতালটির চিকিৎসা সেবা সম্পর্কে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এর আশেপাশের জনগণ তেমন কিছু জানেন না, এর ফলে হাসপাতালে রোগীর সমাগম অনেক কম বলে মনে হয়েছে। পরিদর্শনের দিন দেখা যায় যে, 8 শয্যা বিশিষ্ট ICU টি এখনও অব্যবহৃত অবস্থায় রয়েছে। কারণ এখনো ICU ইন্‌চার্জ নিয়োগ করা হয়নি, ফলে প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনেকাংশে ব্যাহত হচ্ছে।

১৩.২। **অপারেশন থিয়েটার ঃ** হাসপাতালের ৪টি অপারেশন থিয়েটার রয়েছে। এর মধ্যে সবগুলো অপারেশন থিয়েটারে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয়েছে এবং এগুলো সচল অবস্থায় রয়েছে বলে জানা গেছে। অপারেশন থিয়েটার এর জন্য কোন স্টাফ ও ডাক্তার নিয়োগ না করার ফলে অপারেশন থিয়েটারগুলো পুর্ণাঙ্গভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে না। পরিদর্শনে দেখা যায় যে, হাসপাতালের নব নির্মিত অপারেশন থিয়েটারগুলো হাসপাতালের বাইরের প্রাইভেট রোগীদের অপারেশনের কাজে ব্যবহার হচ্ছে, যা প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ নয়।

১৩.৩। জুন,২০১৩ থেকে ডিসেম্বর,২০১৩ পর্যন্ত ইনডোর ও ফ্রি বেডের রোগীর হিসাবঃ

ক্রমিক নং	মাসের নাম	ইনডোর রোগীর সংখ্যা	ফ্রি বেডের রোগীর সংখ্যা
১.	জুন,২০১৩	৩৩৪	১৪
২.	জুলাই,২০১৩	৩৬০	২৪
৩.	আগস্ট,২০১৩	৩১৬	২১
৪.	সেপ্টেম্বর,২০১৩	৩৯৫	২৯
৫.	অক্টোবর,২০১৩	৩৩৩	২৮
৬.	নভেম্বর,২০১৩	২৯৯	২১
৭.	ডিসেম্বর,২০১৩	৩৩৪	২৯
		মোটঃ ২৩৭১ জন	মোটঃ ১৬৬ জন

১৩.৮ জুন,২০১৩ থেকে ডিসেম্বর,২০১৩ পর্যন্ত আউটডোরে চিকিৎসা সেবা নেয়া পুরুষ, মহিলা ও শিশু রোগীর হিসাব ঃ

ক্রমিক নং	মাসের নাম	আউটডোর	পুরুষ	মহিলা	শিশু
	জুন,২০১৩	৬৫১	৩০৬	২২৫	১২০
	জুলাই,২০১৩	৮২৫	৪০৫	২৯০	১৩০
	আগস্ট,২০১৩	৬৮৭	৩১১	২৪৬	১৩০
	সেপ্টেম্বর,২০১৩	৯৩৬	৪৪৯	৩১০	১৭৭
	অক্টোবর,২০১৩	৮৭২	৪৩৬	৩০৭	১২৯
	নভেম্বর,২০১৩	৭৯৬	৩৮৬	২৬১	১৪৯
	ডিসেম্বর,২০১৩	৭১০	৩৪১	২৪৩	১২৬
	মোটঃ	৫৪৭৭	২৬৩৪	১৮৮২	৯৬১

১৩.৯। **পোস্ট অপারেটিভ বেডঃ** হাসপাতালে মোট ১৮টি পোস্ট অপারেটিভ বেড রয়েছে। এখানে পুরুষ বেড ৯টি এবং মহিলা বেড ৯টি। পরিদর্শনের দিন দেখা যায় ৩জন মহিলা রোগী ভর্তি রয়েছে এবং এখানে সকল যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয়েছে।

১৩.১০। **এক্স-রে মেশিন স্থাপনঃ** হাসপাতালে প্রতিদিন ৫-৬ জন রোগীকে এখানে এক্স-রে করা হচ্ছে। ইসিজি মেশিনগুলো ব্যবহার করা হচ্ছে না। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, ইসিজি মেশিনটি ভাজ করে রাখা হয়েছে। এ বিষয়ে জানতে চাইলে তারা জানান, কোন কার্ডিওলজিস্ট নিয়োগ না হওয়ায় মেশিনগুলো ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে না।

১৩.১১। **ইন্সট্রুমেন্ট ঃ** প্রকল্পের আওতায় হাসপাতালে ব্যবহারের জন্য বেবী ইনকিউবেটর সরবরাহের লক্ষ্যে Anifco Health Care লিমিটেড-কে ৫.৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে উক্ত মেডিক্যাল ইন্সট্রুমেন্টটি সরবরাহের জন্য ৩১/০১/২০১২ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। কিন্তু পরিদর্শনে দেখা যায় যে, বেবী ইনকিউবেটর এর স্থলে বেবী ওয়ার্মার হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। যা পরিকল্পনা ও আর্থিক শৃঙ্খলার পরিপন্থী হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

১৩.১২। **হাসপাতাল ল্যাবঃ** প্রকল্পের সমাপ্তির প্রায় ৬ মাস অতিবাহিত হলেও হাসপাতাল এর ল্যাব এখনো চালু করা সম্ভব হয়নি। এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ জানান যে, ল্যাব এর জন্য টেকনিশিয়ান, কেমিস্ট ও ডাক্তার নিয়োগ না করার ফলে হাসপাতালের ল্যাবটি এখনও অব্যবহৃত অবস্থায় রয়েছে। ফলে হাসপাতালে আগত রোগীরা প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা হতে বঞ্চিত হচ্ছে। দীর্ঘদিন যন্ত্রপাতিগুলো অব্যবহৃত থাকার ফলে এগুলো অকেজো হয়ে পড়তে পারে বলে আশংকা করা হচ্ছে। ল্যাব এর জন্য প্রয়োজনীয় reagent ক্রয় করা হয়নি ফলে ল্যাবটি পুর্ণাঙ্গভাবে চালু করা সম্ভব হচ্ছে না।

১৪.০। <u>বাস্তবায়ন সমস্যা</u> ঃ

১৪.১। হাসপাতালটি জুন,২০১৩ সালে সমাপ্ত হলেও টেকনিশিয়ান ও সহায়ক জনবল এবং ডাক্তার নিয়োগ না করার ফলে হাসপাতালটি পূর্ণমাত্রায় ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে না এবং বিশেষজ্ঞ ডাক্তার না থাকার ফলে জরুরী রোগীদের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না।

১৪.২। হাসপাতালের ল্যাবটিতে প্রয়োজনীয় টেকনিক্যাল জনবল ও ডাক্তার নিয়োগ না করার ফলে যন্ত্রপাতিগুলো অব্যবহৃত অবস্থায় রয়েছে এবং এসব যন্ত্রপাতিগুলো দীর্ঘদিন অব্যবহৃত থাকার ফলে এগুলো নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। হাসপাতালে ভর্তিকৃত রোগীরা এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে ফলে রোগীদের বাইরের ডায়াগনস্টিক সেন্টার থেকে পরীক্ষা করাতে হচ্ছে যা প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ নয় মর্মে প্রতীয়মান হয়;

১৪.৩। অপারেশন থিয়েটার ব্যবহারের জন্য এ্যানেসথেটিস্ট নিয়োগ করা হয়নি। ফলে অপারেশন থিয়েটারটি পুরোপুরি ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে না। বাইরের প্রাইভেট রোগী অপারেশনের জন্য এই হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটার ব্যবহার করা হচ্ছে, যা প্রকল্পের উদ্দেশ্যেকে ব্যাহত করছে। কেবলমাত্র হাসপাতালের ভর্তিকৃত রোগীদের জন্য এই অপারেশন থিয়েটার ব্যবহার করার বিধান রয়েছে;

১৪.৪। পোস্ট অপারেটিভ বেড ও ICU-তে ডাক্তার, টেকনিশিয়ান ও সাপোর্টিং জনবল নিয়োগ না করার ফলে এগুলো এখনো ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে না ফলে হাসপাতালে ভর্তিকৃত রোগীরা এ সুবিধা হতে বঞ্চিত হচ্ছে;

১৪.৫। হাসপাতালের যন্ত্রপাতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে বেবী ইনকিউবেটর এর পরিবর্তে এই নামে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বেবী ওয়ার্মার সরবরাহকারী কাছ থেকে বুঝে নিয়েছেন। এক্ষেত্রে ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতি ও সরবরাহকৃত যন্ত্রপাতির মধ্যে তারতম্য পরিলক্ষিত হয়েছে। এয়ারকন্ডিশন ক্রয় খাতে ডিপিপির অনুমোদিত বরাদ্দের ৩০.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে ২৮.৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এয়ারকন্ডিশন ক্রয় করা হয়েছে এবং ক্রয় কার্যাদেশেও সরবরাহকারীর সাথে ২৮.৪০ লক্ষ টাকায় চুক্তি

সম্পন্ন হয়। এ খাতের অবশিষ্ট ১.৬০ টাকা কোন খাতে ব্যয় করা হয়েছে তা উল্লেখ করা হয়নি; কিন্তু সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদনে এয়ারকন্ডিশন ক্রয় খাতে বরাদ্দকৃত ৩০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় দেখানো হয়েছে; যা পরিকল্পনা ও আর্থিক শৃঙ্খলা পরিপন্থী বলে বিবেচিত হয়;

১৪.৬। প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী বেডে ভর্তিকৃত রোগীদের ৩০%, Out door রোগীদের ৫০% বিনামূল্যে চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করার বিধান রয়েছে। এ বিষয়ে কোন সিটিজেন চার্টার হাসপাতাল বা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের সম্মুখে প্রদর্শন করা হয়নি ফলে হাসপাতালে ভর্তিকৃত দরিদ্র রোগীরা তাদের প্রাপ্য চিকিৎসা সুবিধা হতে বঞ্চিত হচ্ছে।

১৫.০। <u>সুপারিশ</u> ঃ

১৫.১। প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণ এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সুবিধাদি প্রদানের লক্ষ্যে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার, টেকনিশিয়ান এবং সহায়ক জনবল নিয়োগ করার জন্য এখনই সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

১৫.২। হাসপাতালের ল্যাবটি চালু করার জন্য ল্যাব ইনচার্জ, টেকনিশিয়ান ও সহায়ক জনবল নিয়োগের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে উদ্যোগ গ্রহণ করবে এবং হাসপাতালের রোগীরা যাতে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সুবিধাদি পায় সে জন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে;

১৫.৩। অপারেশন থিয়েটার (ওটি) কেবলমাত্র হাসপাতালে ভর্তিকৃত রোগীরা ব্যবহার করবে। বাইরের প্রাইভেট রোগীদের ক্ষেত্রে এই হাসপাতালের ওটি ব্যবহার সম্পূর্ণরুপে নিষিদ্ধ করতে হবে। এ বিষয়ে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

১৫.৪। পোস্ট অপারেটিভ বেড ও ICU ব্যবহারের ক্ষেত্রে হাসপাতালে ভর্তিকৃত রোগীরা যাতে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সেবা পায়, সে লক্ষ্যে এগুলোর পূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ করার উদ্যোগ নিতে হবে;

১৫.৫। হাসপাতালের যন্ত্রপাতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে টেন্ডারে বেবী ইনকিউবেটর এর কথা বলা থাকলেও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বেবী ওয়ার্মার গ্রহণ করা পিপিআর,২০০৮ এর সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয় নিয়মানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে আইএমইডিকে অবহিত করবে।

১৫.৬। এয়ারকন্ডিশন ক্রয় খাতে ডিপিপির অনুমোদিত বরাদ্দের ৩০.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে ২৮.৪০ লক্ষ টাকায় সরবরাহকারীর সাথে চুক্তি সম্পন্ন হয় এবং নির্ধারিত চুক্তিমূল্যে উক্ত এয়ারকন্ডিশন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে সরবরাহ করা হয়েছে; কিন্তু পিসিআর-এ সম্পূর্ণ ৩০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় দেখানো হয়েছে। বিষয়টি হিসেবে গরমিল বলে পরিলক্ষিত হয়। অধিকন্তু, এক্ষেত্রে অবশিষ্ট ১.৬০ লক্ষ টাকা কোন খাতে ব্যয় করা হয়েছে বা সরকারী কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে কিনা তার সুস্পষ্ট উল্লেখ নেই। এতদ্‌বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক আইএমইডিকে অবহিত করবে;

১৫.৭। হাসপাতালের বেডে ভর্তিকৃত ৩০% রোগী এবং আউটডোরের ৫০% রোগী যাতে বিনামূল্যে চিকিৎসা সুবিধা পায় সে বিষয়ে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে এবং এ লক্ষ্যে একটি সিটিজেন চার্টার হাসপাতাল ও ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের সম্মুখে প্রদর্শন করতে হবে।